এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ সাঁকরাইল থানার মামলায় হাইকোর্টে বড় স্বস্তি মুখ্যমন্ত্রীর
ঘোলার মুড়াগাছায় খুনের ঘটনায় বাদুড়িয়া থেকে ধৃত ৪ ৩

কলকাতা ২৮ নভেম্বর ২০২৬ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ১৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.11.2026, Vol. 20 Issue No. 166, 8 Pages, Price 3.00

৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এর আগে দু'বার এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার সময় জানাল হলেও তা প্রকাশ করা হয়নি। অবশেষে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের নতুন দিনক্ষণ শুক্রবার ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এদিন একটি নির্দেশিকায় কমিশন জানায়, আগামী ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যের সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। আর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি।

এর আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) পর্ব মেটার পর রাজ্যে 'বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন' প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী গত ২৩ নভেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনও ধার্য করেছিল কমিশন। কিন্তু 'অনিবার্য পরিস্থিতি'র কারণ দেখিয়ে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। পরপর দু'বার সূচি বদল হওয়ায় তালিকা প্রকাশ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছিল। যদিও কমিশনের নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্রের আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করতে হবে।

এরপর ১৫ ডিসেম্বর সংশোধিত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে টানা এক মাস, অর্থাৎ আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটাররা তাঁদের নাম তোলা, বাদ দেওয়া বা সংশোধনের বিষয়ে দাবি ও আপত্তি জানাতে পারবেন। এরপর জমা পড়া সমস্ত দাবি এবং আপত্তি খতিয়ে দেখা হবে। এরপর ২০২৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পর, ৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। তবে খসড়া তালিকায় কারও নাম, ঠিকানা বা অন্য কোনও তথ্যে ভুল থাকলে এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংশোধনের আবেদন করতে হবে বলে এদিন জানায় কমিশন। এই তালিকায় যাতে আর কোনওরকম তথ্যগত অসঙ্গতি না থাকে, সেই বিষয় নিয়ে এবার বাড়তি সতর্ক হচ্ছে প্রশাসন। এর আগের একটি নির্দেশিকায় কমিশন স্পষ্ট জানায়, যেসব ভোটারের তথ্যে অমিল ধরা পড়েছে, বুথস্তরের আধিকারিক বা বিএলও-দের সরাসরি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তথ্য যাচাই করতে হবে।

এইক্ষেত্রে কমিশনের যুক্তি, প্যান কার্ড বা আধার কার্ডে কোনও ভুল থাকলে নাগরিকরা যেমন তা সংশোধন করিয়ে নেন, ভোটার কার্ডের ক্ষেত্রেও সেই একই কাজ করার জন্য সচেতন থাকা প্রয়োজন। এবার ভোটার তালিকায় নাম, বাবা বা মায়ের নাম, জন্মতারিখ, মোবাইল নম্বর কিংবা ছবি, যেকোনও তথ্যে ভুল থাকলে তা চিহ্নিত করে শুধরে নিতে হবে। তবে এই প্রসঙ্গে কমিশন কড়া নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছে , শুধুমাত্র 'অটোমেটেড আইডেন্টিফিকেশন' বা যান্ত্রিক যাচাইয়ের ওপর ভিত্তি করে তালিকায় কোনও পরিবর্তন করা যাবে না।

বাংলায় আরও চারটি মেডিক্যাল কলেজ চালুর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উন্নত চিকিৎসার জন্য আর ভিনরাজ্যে ছুটতে হবে না বাংলার মানুষকে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলায় নতুন করে চারটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি ক্যানসার-সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের ব্যয়বহুল ওষুধ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে রাজ্যে চালু হতে চলেছে অমৃত মেডিসিন সেন্টার। শুক্রবার অন্ডালে একটি বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রস্তাবিত চারটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মেডিক্যাল কলেজগুলি চালু হলে রাজ্যে চিকিৎসার সুযোগ আরও বাড়বে। পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন পরিকাঠামো তৈরি হবে। তাঁর বক্তব্য, উন্নত ও জটিল চিকিৎসার জন্য যাতে রাজ্যের মানুষকে আর ভিনরাজ্যে যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এদিনের ঘোষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ক্যানসার-সহ দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত দামি ওষুধের প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষের আর্থিক বোঝা কমাতে রাজ্যে চালু করা হবে অমৃত মেডিসিন সেন্টার। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে জীবনদায়ী ওষুধ কেনার সুযোগ পাবেন রোগীরা। বিশেষ করে ক্যানসারের মতো জটিল রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসায় ওষুধের বিপুল খরচ যে পরিবারগুলির কাছে বড় আর্থিক চাপ হয়ে দাঁড়ায়, এই উদ্যোগে তাঁদের কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

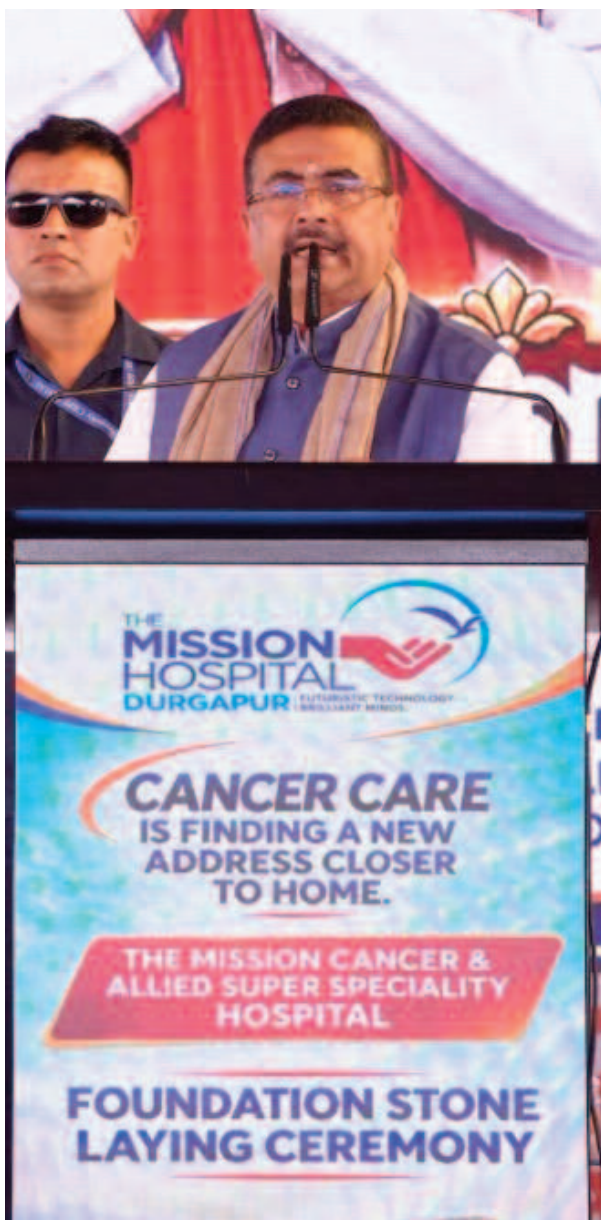

অন্ডালে ক্যানসার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণে একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন মেডিক্যাল কলেজ, উন্নত চিকিৎসার পরিকাঠামো এবং স্বল্পমূল্যে জীবনদায়ী ওষুধের ব্যবস্থা; এই তিন উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করার বার্তাই উঠে এল এদিনের অনুষ্ঠানে।

৩০ ফুটের বজরংবলী মূর্তির উদ্বোধন



দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের ডিএমসি মোড়ে ৩০ ফুট উচ্চতার বজরংবলীর মূর্তির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

■ দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারের ডিএমসি মোড়ে ৩০ ফুট উচ্চতার বজরংবলীর মূর্তির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ। মুখ্যমন্ত্রীকে একবার কাছ থেকে দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হিরণ্ময় মহারাজ, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লদণ চন্দ্র ঘোড়ুই-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মূর্তি উদ্বোধনের পর এক অন্য মেজাজে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। নিজের হাতে কর্মীদের মিষ্টি তুলে দেন তিনি। শুধু তাই নয়, কর্মীদের কপালে গেরুয়া তিলকও লাগিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। বজরংবলী মূর্তি উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এদিন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সিটি সেন্টার এলাকা।

আসন পুনর্বিন্যাসের খসড়ায় অনুমোদন কেন্দ্রের

সব রাজ্যেই আসন বাড়বে ৫০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: কেন্দ্রের প্রস্তাবিত আসন পুনর্বিন্যাস আইন বা ডিলিমিটেশন বিল পাশ হওয়াটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই আবহে শুক্রবার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা। দেশের প্রতিটি রাজ্যেই লোকসভার আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন দিল তারা। শুধু তাই নয়, আগামী ২৫ বছর অর্থাৎ ২০৫১ সাল পর্যন্ত আসন বণ্টনের এই বিন্যাস অপরিবর্তিত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২০৫১ সাল পর্যন্ত ১৯৭১ সালের জনগণনার অনুপাত বজায় রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শুক্রবার সকালে এই শর্তেই ডিলিমিটেশন বিলে কেন্দ্রকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছিল ডিএমকে। অর্থাৎ এম কে স্ট্যালিনের দলের সেই শর্ত মেনে নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। ইতিমধ্যেই পাওয়ারের দলও পুনর্বিন্যাস বিলে সরকারকে সমর্থন ঘোষণা করেছে। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এর ফলে ডিলিমিটেশন বিলে ডিএমকের ২২ জন সাংসদের সমর্থন পেতে আর কোনও অসুবিধা হবে না কেন্দ্রের।

গত জুলাই মাসে সংসদে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেনি সরকার। এদিকে শীতকালীন অধিবেশনও দোরগোড়ায়। এই পরিস্থিতিতে বাদল অধিবেশনের বর্ধিত পর্ব শুরু হওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। আগামী ৩০ নভেম্বর লোকসভা এবং ২ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় শুরু হচ্ছে অধিবেশন। সূত্রের খবর, এই অধিবেশনেই ডিলিমিটেশন বিল পাশের চেষ্টা করবে মোদী সরকার।



আসন পুনর্বিন্যাসে দক্ষিণের দলগুলির মূল আশঙ্কার জায়গা দক্ষিণ ভারতের জনসংখ্যা কম হওয়ার দরুণ দক্ষিণের তুলনায় উত্তর ভারতে লোকসভার আসন বেশি বেড়ে যেতে পারে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির যুক্তি, তারা দীর্ঘদিন ধরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য পেয়েছে। সেই কারণে সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়া উচিত নয়। কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবে ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে আসন বণ্টনের অনুপাত আগামী ২৫ বছর বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির উদ্বেগ অনেকটাই প্রশমিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত এপ্রিল মাসে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিলটি পাশ করানোর চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়। দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন মেলেনি। সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের যুক্তিতেই সেই বার বিলটির বিরোধিতা করেছিল দক্ষিণী দলগুলি। তার মধ্যে ছিল ডিএমকেও। তবে এবার তারা দাবি করেছিল, সরকার যদি লিখিত আশ্বাস দেয়, তাহলে তারা বিলটি পর্যালোচনা করবে।

এনডিএ-র একটি সূত্রের দাবি, এখন লোকসভার ৫৪০ জন সাংসদ আছেন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৩৬০ জনের সমর্থন দরকার। তৃণমূল, উদ্ধবের শিব সেনায় ভাঙন ধরানোর পরে এনডিএ ৩১৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। শরদ পওয়ারের এনসিপি ও ডিএমকে সমর্থন করলে এনডিএ ৩৪৯-এ পৌঁছে যাবে। ফলে অল্প কয়েকটি ভোটের প্রয়োজন হবে। রাজ্যসভাতেও আম আদমি পার্টি ও তৃণমূলের ভাঙনের ফলে এনডিএ ১৫৫-য় পৌঁছে গিয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ১৬৩টি ভোট দরকার।

কমিশনের দরবারে তৃণমূলের দুই শিবির

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীকের আসল দাবিদার কারা? এই প্রশ্নের ফয়সালা করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শুক্রবার দিল্লির নির্বাচন সদনে শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ কমিশনের আধিকারিকদের সামনে সশরীরে হাজির হয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের প্রতিনিধিরা। তবে শুনানি পর্বে নতুন করে নথি জমা দেওয়া ও দেখানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ তৈরি হয়।

এদিন কমিশন সূত্রে খবর, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের পক্ষ থেকে শুনানিতে হাজির ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন। অন্যদিকে, 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল'-এর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আখরুজ্জামান। এদিন নির্বাচনী আধিকারিকেরা দুই পক্ষেরই বক্তব্য



মন দিয়ে শোনেন। এরপর শুনানি শেষে নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে মমতা শিবিরের সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রতিপক্ষ শিবির নতুন করে

তুঙ্গে নথি বিতর্ক

আরও নথি জমা দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে সময় চেয়েছে। যদিও তাঁদের তরফে এতে জোরালো আপত্তি জানানো হয়েছে। এইক্ষেত্রে কল্যাণের প্রশ্ন, নথি জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর আবার কেন নতুন করে নথি নেওয়া হবে? পাশাপাশি, ঋতব্রত শিবির যে সমস্ত নথি জমা দিয়েছে, সেগুলি তাঁদের দেখতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। অন্যদিকে, পাল্টা যুক্তি দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শুক্রবার শুনানি শেষে তিনি জানান, কেন তাঁরা অতিরিক্ত নথি জমা দিতে চাইছেন, সেই কারণ কমিশনের কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, বেশ কয়েকজন বিধায়ককে ভয় দেখিয়ে নথিতে সই করানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের কিছুদিন পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন এবং বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে ঘিরে টানাপড়েন শুরু হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে দলের নাম ও প্রতীকের অধিকার নিয়ে দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছলে গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাতে দলের মূল নাম এবং জোড়াফুল প্রতীকটি সাময়িকভাবে 'ফ্রিজ' বা স্থগিত করে দেওয়া হয়। এরপরে এই বিবাদ সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছোলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে দেয়। এই বিষয়ে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে চার মাসের মধ্যেই এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই দিন কয়েক আগে ট্রাকবোঝাই করে নথি দিল্লিতে পাঠিয়েছিল দুই শিবির।

আপাতত শুক্রবারের শুনানিতে দুই পক্ষের বক্তব্য নথিভুক্ত করা হয়। সব দিক খতিয়ে দেখার পর নির্বাচন কমিশনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে যে, তৃণমূলের নাম ও প্রতীকের অধিকার শেষ পর্যন্ত কোন শিবিরের হাতে যাবে। তাই শুক্রবারের শুনানির পর নথিপত্র দেখে নির্বাচন কমিশন কি সিদ্ধান্ত নেয়, তার দিকেই এখন তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

বিরোধী দলনেতার পদ হারালেন ঋতব্রত

১০ দিনের মধ্যে স্পিকারকে নতুন সিদ্ধান্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণ রায়ের একক বেঞ্চ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর আগের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন। একইসঙ্গে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে আখরুজ্জামানের নিয়োগও বাতিল করল আদালত। এই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়ে জানায়, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে অধ্যক্ষকে যুক্তিসঙ্গত নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ততদিন পর্যন্ত বিধানসভায় কোনও স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা থাকবেন না।

দিল্লিতে তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে শুনানি ছিল এদিন। নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল দুই শিবিরই। সেখান থেকে বেরিয়েই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতার পদ হারিয়ে তিনি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ আজকে যে রায় দিয়েছে... বিচারপতির জ্ঞান নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করার এক্তিয়ারই নেই। বিষয়টা মাননীয় স্পিকারের কাছে ফেরত গিয়েছে। ৩ জুন, তখন পার্টির মধ্যে বিরোধ ছিল না, পরিষদীয় দল সই জালিয়াতির মতো বিষয় ছিল। আমরা ৩ জুন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়করা সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলাম, তার ভিত্তিতে স্পিকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২২ জুন নভোটেলে একটা স্পেশ্যাল সেশনের মধ্যে দিয়ে আমরা অরূপ রায়কে আমাদের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করি। নির্বাচন কমিশনের কাছে যাই, ডিসপুট রেইজ করি। এই মুহূর্তে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দুটি ভাগ রয়েছে।'

২ কোটির সোফা!

ইন্দ্রনীলকে ফের হেপাজতে চায় লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর প্রিভিউ পাস বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে একাধিক নতুন আর্থিক অনিয়মের খোঁজ পেল কলকাতা পুলিশ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে প্রায় ২ কোটি টাকার সোফা কেনা থেকে শুরু করে পর্যটন দপ্তরের শতাধিক টেন্ডারে গরমিলের অভিযোগ উঠল। এই সব মিলিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের জাল আরও বড় করল লালবাজার। এই সব নথিপত্রকে সামনে রেখেই আগামী ১ ডিসেম্বর ব্যাঙ্কশাল আদালতে ইন্দ্রনীলকে আরও চার দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা।



লালবাজার সূত্রে খবর, ইন্দ্রনীল সেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বে থাকাকালীন একটি নির্দিষ্ট আসবাবপত্র সরবরাহকারী সংস্থাকে প্রায় ২ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিলেন। সরকারি অফিস ও বিভিন্ন হলের জন্য কেনা হয়েছিল বহু সোফা ও চেয়ার। কিন্তু এত বিপুল অঙ্কের টাকায় ঠিক কতগুলি সোফা কেনা হয়েছিল, তার আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না এবং বাজারদরের সঙ্গে সেই খরচের কোনো সামঞ্জস্য রয়েছে কি, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। এই তদন্তের দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'খাতায়-কলমে যে পরিমাণ অর্থ খরচ দেখানো হয়েছে, বাস্তবে কেনা আসবাবপত্রের গুণমান ও সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিকাদারদের সঙ্গে এই লেনদেনের পেছনে অন্য কোনো সমীকরণ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শুধু আসবাব কেনাই নয়, দপ্তরের একাধিক কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও বড়সড় নিয়ম ভাঙার প্রমাণ উঠে আসছে। এইক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের দাবি, বহু ক্ষেত্রে কাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই ঠিকাদার সংস্থাকে পুরো টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি, ইন্দ্রনীল সেন মন্ত্রী থাকাকালীন পর্যটন দপ্তরের অন্তত শ'খানেক টেন্ডারের ফাইলও ইতিমধ্যে গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

সেই নথিগুলি ঘেঁটে বেশ কিছু টেন্ডারে বড় ধরনের আর্থিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ২ কোটি টাকার লেনদেন এবং টেন্ডার দুর্নীতির টাকা শেষ পর্যন্ত কাদের পকেটে গিয়েছে এবং কারা এর থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন, তা জানতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা জরুরি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তদন্তকারী অফিসার বলেন, 'আগের জেরায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এবার হাতে আসা নতুন নথিগুলি সামনে রেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে।' তাই আগামী ১ ডিসেম্বর আদালতে ফের তাঁকে হেপাজতে চেয়ে সওয়াল করবে পুলিশ।

চল্লিশ মিনিট অপারেশনে পুলিশের জালে জখম প্রতাপ

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

আসানসোল: প্রায় চল্লিশ মিনিট পুলিশি অপারেশনের পর পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে গ্রেপ্তার প্রতাপ দাস ওরফে প্যাও। পুলিশ সূত্রের খবর, এক সাইবার অপরাধ মামলায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ যখন হিরাপুর থানার ইসমাইল অঞ্চলে তার সন্ধানে যায়, তখন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এবং এলাকা থেকে চম্পট দেয়।

তারপরেই তৎপর হয় পুলিশ। তার খোঁজে শুরু হয় তল্লাশি। স্থানীয় সূত্রের খবর প্রতাপের উপস্থিতির খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর আসানসোলের হটন রোডের বিভিন্ন বাসস্থানে অভিযান চালায় পুলিশ। পরে শুক্রবার প্রতাপর খবর পাওয়া যায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালবেলায় প্রতাপ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ইসমাইলের অন্তর্গত, মানব সরণী এলাকায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই এলাকা ঘিরে নেয়। অভিযোগ, সেই সময় প্রতাপ পুলিশকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায়। দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট পুলিশ ও প্রতাপের লুকোচুরির পরে ওই এলাকা থেকে প্রতাপকে পায়ে গুলি চালিয়ে তাকে



কাবু করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

বর্তমানে প্রতাপকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পুলিশ সেলে রাখা হয়েছে। খানিক সুস্থ হলেই আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁকে আদালতে হাজির করাবে। প্রতাপকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক মুসাফিরের নাম বলে সে। দাবি করেছেন, তাকে খুনের বরাত দিয়েছিলেনওই ব্যক্তি। তিনি রাজি না হওয়ায় ফাঁসানো হয়েছে। কে ওই মুসাফির তা জানা যায়নি। প্রতাপের কথার সত্যতা কতটা তা-ও তদন্তসাপেক্ষ। এদিকে, বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতাপের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ বাসিন্দারা।

ভিবি জি রাম জি প্রকল্পের কর্মীদের মাসিক বেতন বাড়ল ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভিবি জি রাম জি প্রকল্পে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মুখে হাসি ফোটাল প্রশাসন। শুক্রবার একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়। এই নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কাজের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বেতনের নিরিখে কর্মীদের মাসিক আয় ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ছে। গত ১ নভেম্বর থেকেই এই বর্ধিত বেতনের নিয়ম চালু করেছে সরকার। শুধু এককালীন বেতন বৃদ্ধি করাই নয়, কর্মীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রতি বছর বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কিছু ছুটির সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে নির্দেশিকাতে জানান হয়, কর্মীদের বর্তমান বেতন এবং তাঁরা কত বছর ধরে কাজ করছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই এই নতুন বেতন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যাঁরা বর্তমানে মাসে ২৫,০০০ টাকা পান এবং যাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ১০ বছরের কম, তাঁদের বেতন মাসে ৬,০০০ টাকা বাড়বে। তবে ওই একই বেতনের কর্মীদের অভিজ্ঞতা ১০ বছর বা তার বেশি হলে, তাঁরা মাসে ৭,০০০ টাকা করে বৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে, যাঁদের মাসিক পারিশ্রমিক ২৫,০০০ টাকার বেশি থেকে ৪৫,০০০ টাকার মধ্যে, তাঁদের ক্ষেত্রে ১০ বছরের কম অভিজ্ঞতা থাকলে মাসে ৭,০০০ টাকা এবং ১০ বছর বা তার বেশি অভিজ্ঞতা থাকলে সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা করে বেতন বাড়ানো হয়েছে।



এছাড়াও এককালীন এই বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মীদের জন্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের দরজাও খুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে প্রতি বছর ১ জুলাই কর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিকে ৩ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। এছাড়া যাঁরা অন্তত ১০ বছর ধরে সন্তোষজনকভাবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরা নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করে যেতে পারবেন। পাশাপাশি বেতন ও চাকরির নিরাপত্তা ছাড়াও কর্মীদের ছুটির বিষয়েও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যোগ্য কর্মীরা এখন থেকে বছরে ৩০ দিনের সাধারণ ছুটি পাবেন। এর সঙ্গে থাকছে ১০ দিনের চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি। আর মহিলা কর্মীদের জন্য ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য জরুরি ক্ষেত্রে আরও ৪২ দিনের ছুটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে প্রকল্পের সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীই যে এই সুবিধা পাবেন, তা নয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, চুক্তিভিত্তিক সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের এই সুবিধার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের যোগ্য কর্মীরা যাতে কোনো রকম হয়রানি ছাড়াই দ্রুত এই বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের সব জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Anakshi Ray Sengupta W/O Shyamal Kumar Ray R/O Vill & P.O.-Somra P.S. Balagarh Dt Hooghly do hereby declare that in Birth Certificate of my elder daughter namely Swastika Ray (D.O.B. 27/02/2007) and in the educational documents of my said daughter namely Swastika Ray where my name has been recorded as Anakshi Ray instead of my orginal name Anakshi Ray Sengupta. I, Anakshi Ray Sengupta and Anakshi Ray W/O Shyamal Kumar Ray both are the self, same and one identical person vide an affidavit no 26732 dared 19/11/2026 sworn before the 1st class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

I, Anakshi Ray Sengupta, W/o. Shyamal Ray @ Shyamal Kumar Ray, R/o. Somra, Balagarh, Hooghly-712123, W.B., do hereby declare that in my daughter's (Ritwika Ray) Birth Certificate (Being Regn. No. 9384, dated 19.08.2011, D.O.B. 29.07.2011) where my/ daughter's mother's name has been recorded as Anakshi Ray instead of my correct & actual name Anakshi Ray Sengupta, which I want to rectify when & where necessary and all her relevant documents should be corrected accordingly vide this affidavit. I, Anakshi Ray Sengupta and Anakshi Ray, W/o. Shyamal Ray @ Shyamal Kumar Ray, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 26731 dated 19/11/2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 06/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24243 নং এফিডেভিড বলে আমি, Mir Mohammad Saifuddin, S/o. Mir Abdul Sorfoddin, সাকিম কাদিপাড়া, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 145/2, dated 05.08.2002) আমার সঠিক নাম Mir Mohammad Saifuddin, S/o. Mir Abdul Sorfoddin-এর পরিবর্তে মির সাইফুদ্দিন, পিতা মির সরফুদ্দিন লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Mir Mohammad Saifuddin, S/o. Mir Abdul Sorfoddin লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Mir Mohammad Saifuddin, S/o. Mir Abdul Sorfoddin ও মির সাইফুদ্দিন, পিতা মির সরফুদ্দিন সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Mousumi Das, D/o. Biswanath Das, R/o. Matibagan Colony, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., do hereby declare that in my Birth Certificate (Being Regn. No. 1904/1998, dated 06.04.1998) where my name has been recorded as Riya Das (Nick Name) instead of my correct & actual name Mousumi Das, which I want to rectify when & where necessary and all my relevant documents should be corrected accordingly vide this affidavit. Henceforth I shall be known as Mousumi Das in all purpose. I, Mousumi Das and Riya Das, D/o. Biswanath Das, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 25908 dated 03/11/2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 23/11/2026, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 90 নং এফিডেভিট বলে আমি Poulosta Kundu S/o. Saumen Kundu ও Poulosta Kundu S/o. Saumen Kunu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/11/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19011 নং এফিডেভিট বলে আমি Monoj Singha S/o. Rabindra Nath Singha ও Monaj Singha S/o. R N Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 27238 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk. Raju ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Farid Sekh ও Md. Farhad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 26/11/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 19479 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Saha S/o. Ranjit Saha ও Ranjan Kr Saha S/o. R Kr Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রফিকুল মল্লিক ১৬/১১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Rofikul Mallick S/o Sadhin Mallick ও Rafkul Mallik S/o Kahura Mallik উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

AFFIDAVIT

I, **Basudeb Saren** S/O Late Baburam Saren residing at Vill.- Nilganja 2 No. Colony, P.O.- Chatraganj, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, W.B. PIN - 721201 do hereby declare vide affidavit no. 51 dated 25.11.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Ghatal that my actual name is Basudeb Saren S/O Late Baburam Saren and it is recorded in my Pass-book of UCO Bank, Palaschabrighat being no. UCBA0001275 but my Aadhaar Card but my name has been wrongly written in my Aadhaar Card as Basu Saren S/O Baburam Saren. Basudeb Saren and Basu Saren i.e. myself am the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Malati Murmu** W/O Lt. Kachi Murmu R/O Satkui PS: Kharagpur (L) Dist: Paschim Medinipur declare before 1st Class JM Medinipore Vide affidavit No. 30829 on 16.11.26 that my name in aadhar card has been mistakenly recorded as Maloti Hembram in place of Malati Murmu. Maloti Hembram & Malati Murmu both are same & identical Person.

নাম ও জন্ম তারিখ পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা

আমি, **অনিমা মণ্ডল (জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৬৪),** (আধার নম্বর-২২৮৪ ৫০০৪ ৫৪৭২), স্বামী- নিরোদ বরণ মণ্ডল, গ্রাম ও পোস্ট-কাপিষ্ঠা, থানা-মহম্মদ বাজার, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র **কালিসাধন মণ্ডল (আর্মি নম্বর-১৫১৬৬৩৮৪এফ, পদ-হাবিলদার)**-এর কিছু ব্যক্তিগত নথিপত্রে আমার পুরনো নাম অনিমা মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-১৬.০৭.১৯৬৪)** পরিবর্তে আমার নতুন নাম অনিমা মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৬৪)** নথিভুক্ত করা হবে। বীরভূমের সিউড়িতে অবস্থিত ১ম শ্রেণির এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৬.১১.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত ১৭এসি ৮৮৬০৯৮ নম্বর হলফনামা অনুযায়ী অনিমা মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৬৪)** এবং অনিমা মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-১৬.০৭.১৯৬৪)** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম ও জন্ম তারিখ পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা

আমি, নিরোদ বরণ মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৫৭),** (আধার নম্বর-৮০৪৯ ৫৯৮৮ ৮৮৭২), পিতা- স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম ও পোস্ট-কাপিষ্ঠা, থানা-মহম্মদ বাজার, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র **কালিসাধন মণ্ডল (আর্মি নম্বর-১৫১৬৬৩৮৪এফ, পদ-হাবিলদার)**-এর কিছু ব্যক্তিগত নথিপত্রে আমার পুরোনো নাম নিরোদ বরাহ মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-১৬.০৭.১৯৬০)** পরিবর্তে আমার নতুন নাম নিরোদ বরণ মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৫৭)** নথিভুক্ত করা হবে। বীরভূমের সিউড়িতে অবস্থিত ১ম শ্রেণির এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৬.১১.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা নম্বর-২৭এসি ৩৫৮৩৫১ অনুযায়ী নিরোদ বরণ মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-০১.০১.১৯৫৭)** এবং নিরোদ বরাহ মণ্ডল **(জন্ম তারিখ-১৬.০৭.১৯৬০)** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১.মস্তাকিম খান পিতা তবারক হোসেন ২. নুরজাহান বিবি স্বামী মস্তাকিম খান উভয়ের সাং-২১/১ জয়া বিবি রোড পোঃ ঘুসুড়ি,থানা- বালি, জেলা- হাওড়া বিগত ইংরাজী ৯ ই এপ্রিল ২০২৫ সালে এ.ডি. এস. আর চুচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- ৪২৯৮ /২০২৫ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ইমাম আলি পিতা সেখ শাহাদাত এর নিকট হইতে খরিদ করেন। জেলা-হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ইষ্টা, জে.এল নং- ৪৫, হাল খতিয়ান নং ১৮৯, ও হাল দাগ নং-৮৬৪ শালি জমি এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কাঠা উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। ১৯ /২০১৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে অরুন মিত্র পিতা শিশির কুমার মিত্র ইমাম আলী কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা ডি.এস.আর ১ হুগলী অফিসে ২৯/০১/২০১৪ তারিখে রেজিস্ট্রী হয়। উক্ত দলিলমূলে মিউটেশনে নাম পরিবর্তন হইবে। এ ব্যাপারে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পোলবা দাদপুর বি. এল. এ্যান্ড এল. আর ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

ইন দ্যা কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট-৩৯ কেস নাম্বার- ১৭/২০২৬

শ্রী শান্তনু ঘোষ পিতা- স্বর্গীয় অলোক কুমার ঘোষ, সাকিম- ৯২নং সুব্রত পল্লী, পোষ্ট-এ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২২১। **....দরখাস্তকারী/এক্সিকিউটর**

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে **অধুনা মৃত ডলি ঘোষ** এবং অধুনা মৃত **আরতী ঘোষ,** উভয়ের পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র কুমার ঘোষ, সাং- ৯২নং সুব্রত পল্লী, পোষ্ট-এ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২২১, গত ইংরাজী ১৩/০৬/২০১১ তারিখে উক্ত ডলি ঘোষ পরলোক গমন করেন এবং গত ইংরাজী ০৭/১২/২০২৫ তারিখে উক্ত আরতী ঘোষ পরলোক গমন করেন। তাহাদের নিবর্তিত উইলের এক্সিকিউটর হিসাবে দরখাস্তকারী উপরিউল্লেখিত প্রোবেট কেস ফাইল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুযায়ী বিচার হইবে।

তপশীল: জেলা- হুগলী, এ. ডি. এস. আর. ও মহকুমা - চন্দননগর, থানা- ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানী পৌরসভার অধীন ২১নং ওয়ার্ডে ৯২নং সুব্রত পল্লী হেল্ডিং ভুক্ত গৌরহাটি-চাঁপদানী মৌজাস্থিত ২১নং জে. এল. ভুক্ত ১৫৯০নং খতিয়ান তথা হাল এল. আর. ৪৩২৯নং ও ৪৩৩০নং খতিয়ানে আর. এস. ১৬৭৫ নং তথা হাল এল. আর. ১৮২৫নং দাগে ৩কাঠা ১৪ছটাক বা ০.০৬৪ সহস্রাংশ পরিমিত শুনা সম্পত্তি যাহা বর্তমানে বাস্তু সম্পত্তি মায় ১৩২ বর্গফুট পরিমিত গৃহাদি সম্পত্তি ও ২০০বর্গফুট পরিমিত অসম্পূর্ণ গৃহাদি সম্পত্তি যাহা উক্ত উইল এর সহিত সংযুক্ত নক্সায় লাল রঙের বর্ডার দ্বারা চিহ্নিত মায় জলকল ইলেকট্রিক টেলিফোন কেবিল লাইন মায় যাবতীয় ইজমেন্ট সত্বাদি। **চৌহদ্দি :-** উত্তরে:- দুলাল চ্যাটার্জীর সম্পত্তি। দক্ষিণে:- অজিত চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি। পূর্বে:- চন্দ্র কুমার দাস এর সম্পত্তি। পশ্চিমে:- বিজয় হালদার এর সম্পত্তি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে-
অরূপ সরকার, এ্যাডভোকেট
চঞ্চল বিশ্বাস, সেরেস্তাদার
আদেশানুসারে
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

NOTICE

IN THE CITY CIVIL COURT AT CALCUTTA
BEFORE THE LEARNED JUDGE,
VTH BENCH
EJECTMENT SUIT No. 16 of 2024

SRI ABHISHEK DAGA, son of Sri. Kailash Pati Daga, residing at 12B, Russel Street, Police Station Shakespeare Sarani, Kolkata-700071.
..... Plaintiff

-Versus-

ASIA PACIFIC TRAVEL INTERNATIONAL ORGANIZATION represented by its Partners namely :-

(a) SMT MITALI DEY, wife Rabindranath Dey of 278/1, Bangur Avenue, Block-B, Kolkata-700055;
(b) SRI SATWIK GUPTA, son of Sunit Kumar Gupta of 277, Bangur Avenue, Block B, Kolkata-700055.
.....Defendants

To Asia Pacific Travel International organization represented by its Partners namely:-

(a) Smt. Mitali Dey, wife of Rabindranath Dey of 278/1, Bangur Avenue, Block-B, Kolkata-700055;
(b) Sri Satwik Gupta, son of Sunit Kumar Gupta of 277, Bangur avenue, Block B, Kolkata-700055.

Whereby the abovenamed plaintiff has instituted a suit for declaration, recovery of possession and mesne profit against you before the Learned judge, Vth Bench of City Civil Court at Calcutta vide Ejectment Suit No. 16 of 2024 on 20.11.2024.

You are hereby summoned to appear in the court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit or who shall be accompanied by some personable to answer all such question on the 11.12.2026 day of 2026 at 10.30 AM and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence, you shall enter such documents in a lish to be annexed to the written statement.

Take notice that in default of your appearance on the day before the Learned Court, the above-mentioned suit will he heard or determined in your absence.

BY ORDER
Date : 05.09.2026 Sd/-
Tapash Barua
Chief Administrative Officer
City Civil Court, Calcutta

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নবদ্বীপ B.L.&L.R.O অফিস, জেলা-নদীয়ার অন্তর্গত ২৯ নং তেঘড়ী মৌজার এল.আর ১১৪ নং দাগস্থ, এল.আর ১১৬৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মন্তব্য কলমে উল্লিখিত অনুমতি দখলদারগণ, যথা- **১) যতিন্দর দেবনাথ,** পিতা- মনমোহন, **৩) সুরবালা দাস,** স্বামী - আশুতোষ, **৪) সুরেন দেবনাথ,** পিতা- রূদনী এবং **৫) মনীন্দ্র দেবনাথ,** পিতা- বসন্ত উক্ত ব্যক্তিগণের নাম অনুমতি দং মন্তব্য কলম হইতে কর্তনের নিমিত্ত আমার মক্কেল **অনিরুদ্ধ দত্ত,** পিতা- অজিত কুমার দত্ত, সাং-২ নং, শীল লেন, কোলকাতা-৭০০০১৫, এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে WBLR Act -এর 50(1)(f) ধারানুযায়ী মিসকেস নং ১৭২/২০২৬ রুজু করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত করা যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে যথোপযুক্ত প্রমাণাদি সহ নবদ্বীপ B.L.&L.R.O অফিসে উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায়, নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত নথিপত্র ও আইনানুগ বিধান অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

আমি সফিউল্লা সেখ, পিতা-সেলিম সেখ ৪৪৭২/২০২৩ (ADSR- Diamond Harbour) এই কোবলা দলিল মূলে আমমোক্তানামা হলো, I-৪১৮৯/২০২১ ও I-১৫২৮/ ২০২৩ (ADSR Diamond Harbour) থানা-ডায়মন্ড হারবার, মৌজা- কালিশঙ্করপুর, জে.এল.-৮০ বর্তমান খতিয়ান-২২৭০, ২২৭১, ২২৭২, ২২৭৩, ২২৭৪, ২২৬৬, ২২৬৮, দাগ-১১৯২, দাতাদের নাম-সরমা হালদার(জানা), অসীমা হালদার (দাস), মায়ারানী হালদার, অনিমা হালদার, সুযমা হালদার, সুজাতা পুরকাইত, রিক্তা হালদার, পলাশ হালদার, সর্ব পিতা-পুর্নেন্দু হালদার, প্রভা হালদার স্বামী- রমেশ হালদার আমমোক্তা নামা-বিকাশ হালদার পিতা- অভিরাম হালদার। জমি ক্রয় করিয়া নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাগণের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. ডায়মন্ড হারবার-১ নং নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে।

সফিউল্লা সেখ
৯৯৩৩০৬২২০৫

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের নথি চাওয়ার অভিযোগে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাগরিকদের আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশের নথি চাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র নতুন বিতর্ক তৈরি হল সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে শুক্রবার এই বিষয়টি শীর্ষ আদালতের সামনে আনেন আবেদনকারীদের আইনজীবীরা। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনই আলাদা করে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। বরং এ নিয়ে আপত্তি থাকলে আগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। অন্যদিকে, নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট থাকলে তাঁদের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করার আশ্বাসও এদিন দেয় শীর্ষ আদালত। এই ঘটনার সূত্রপাত রাজ্যের একাধিক জেলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে মামলাকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণন ও প্রশান্ত ভূষণ আদালতে অভিযোগ করেন, হাওড়া, কালনা ও ধূপগুড়ি-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজ্য পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা বাদ পড়া ভোটারদের বাড়িতে যাচ্ছেন। যাঁদের আবেদন এখনও আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তাঁদের কাছ থেকেই জন্ম শংসাপত্র, জমির দলিল এবং ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় মা-বাবার নামের প্রমাণপত্র চাওয়া হচ্ছে। আগামী ২৯ নভেম্বরের মধ্যে এই সব নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও আদালতে দাবি করা হয়। যদিও এই শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবীদের মূল আপত্তি ছিল পুলিশের এক্তিয়ার নিয়ে। এদিন আদালতে গোপাল শঙ্করনারায়ণন সওয়াল করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের কোনও নির্দেশ ছাড়াই পুলিশ কীভাবে এই নথি সংগ্রহ করছে? যেখানে নির্বাচন কমিশন নিজেই এই অভিযানের কথা অস্বীকার করছে, সেখানে পুলিশের এই পদক্ষেপ আদালতের নজরদারিতে চলা প্রক্রিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সামিল বলেই দাবি করা হয়।

সরকারি স্কুলের বেহাল দশা দূর করতে ‘নবান্ন’-র শরণাপন্ন শিক্ষক সমিতি

অশোক সেনগুপ্ত

সরকারি স্কুলগুলোর বেহাল দশা দূর করতে ‘নবান্ন’-র শরণাপন্ন হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি স্কুল সমূহের শিক্ষক সমিতি। এ ব্যাপারে সমিতির কর্তারা ইতিমধ্যে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা ডঃ সুব্রত গুপ্তর সঙ্গে। তাঁর পরামর্শে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের এক আধিকারিকের সঙ্গে। আশার আলো না দেখে সমিতির কর্তারা চাইছেন খাস মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে।

যদিও সমস্যার গভীরতা বোঝার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শদাতা। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌগত বসু এ খবর জানিয়ে বলেন, বাম আমলেও সরকারি স্কুলগুলোর রোগ দূর করার চেষ্টা হয়নি। তৃণমূল আমলে অবস্থা হয়েছে আরও ভয়াবহ। গত প্রায় দেড় দশক এই ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। স্কুলগুলোর প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য। ৮০ শতাংশ

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর ২০২৬, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শনিবার

এসআইআর ট্রাইব্যুনালের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মাসিক সাম্মানিক বাড়িয়ে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ভোটারদের আবেদন খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত বিশেষ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সাম্মানিক একধাক্কায় অনেকটাই বাড়াল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এই মর্মে জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা এখন থেকে মাসে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য প্রাক্তন বিচারপতিরা মাসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পাবেন।

গত ২০ নভেম্বর থেকেই এই বর্ধিত হার কার্যকর হবে বলে জানানো হয় ওই নির্দেশিকায়। সাম্মানিক বৃদ্ধির পাশাপাশি বিচারপতিদের প্রাপ্য অর্থ ও আনুষঙ্গিক খরচ দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার বিষয়েও কড়া অবস্থান নিল কমিশন। এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, ট্রাইব্যুনালে কর্মরত প্রাক্তন বিচারপতিদের সাম্মানিক এবং অন্যান্য প্রাপ্য খরচ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম ‘বিচারাধীন’ তালিকায় রাখা হয়েছিল। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর যাঁদের নাম বাদ পড়েছিল, তাঁদের অনেকেই নিজেদের বৈধ ভোটার দাবি করে আবেদন জানান। সেই তথ্যগত অসঙ্গতি ও বাদ পড়া ভোটারদের



আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গত এপ্রিল মাস থেকে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে বিশেষ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। তবে এই ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হওয়ার পর নানা জটিলতা দেখা দেয়। এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত অভাব এবং ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ ও বিশ্বজিৎ বসু-সহ বেশ কয়েকজন বিচারপতি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। অন্যদিকে, ট্রাইব্যুনালে বিপুল সংখ্যক আবেদন এখনও জমে আছে। সেখানে কিছু মামলার নিষ্পত্তি হলেও অধিকাংশ আবেদনই এখনও বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে জমে থাকা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। মনে করা হচ্ছে, বিচারপতিদের কাজের গতি বাড়াতে এবং পরিকাঠামোগত জটিলতা কাটাতেই সাম্মানিক বৃদ্ধি ও বকেয়া মেটানোর এই তৎপরতা শুরু করল নির্বাচন কমিশন।

স্ট্র্যান্ড রোডের নতুন নাম হতে পারে ‘সম্রাট শশাঙ্ক সরণি’, বদলের তালিকায় লেনিন সরণিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পরিচিত একাধিক রাস্তার নাম বদল করার ভাবনা শুরু হয়েছে। সেই তালিকায় আছে স্ট্র্যান্ড রোড, লেনিন সরণি এবং হো চি মিন সরণির মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম। শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় এই নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে মোট ১৬টি রাস্তার নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব আলোচনাতে উঠে আসে। এছাড়া আরও ৩৬টি রাস্তার নাম বদল করার প্রস্তাব জমা পড়ার কথা। সেই সব প্রস্তাব খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি করবে সংশ্লিষ্ট কমিটি। সূত্রের খবর, স্ট্র্যান্ড রোডের নাম বদল করে ‘সম্রাট শশাঙ্ক সরণি’ করার প্রস্তাব সামনে এসেছে। প্রাচীন বঙ্গের শাসক শশাঙ্ক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে আছেন। তাঁর স্মৃতিতেই রাস্তার নামকরণ করে রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরার ভাবনা থেকেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি লেনিন সরণির নাম পরিবর্তন করা নিয়েও আলোচনা করা হয়। তবে নতুন নাম কী হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। এই কমিটির সদস্য তথাগত রায় জানান, এই রাস্তার নাম বদল করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। হো চি মিন সরণির নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাবও বিবেচনার মধ্যে আছে। পাশাপাশি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ



রায়ের নামে একটি সরণি করার প্রস্তাব কমিটির কাছে এসেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই কলকাতার রাস্তা ও সরণির নামকরণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ১০ সদস্যের কমিটি তৈরি করে রাজ্য সরকার। এই কমিটির নেতৃত্বে আছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ, যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত। এছাড়াও এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন তথাগত রায়, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত গুপ্ত এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। যদিও নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শুধু নতুন নাম বেছে নেওয়াই কমিটির কাজ নয়। প্রতিটি রাস্তার পুরনো নামের পিছনে কী ইতিহাস আছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। কলকাতা ও রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সেই নামের কোনও যোগসূত্র আছে কি না, সেটিও বিবেচনা করা হবে বলে জানান তথাগত রায়। তবে রাস্তার পাশাপাশি কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি মেট্রো স্টেশনের নাম নিয়েও এদিন আলোচনা করা হয়। স্থানীয় এলাকার পরিচিত নামের সঙ্গে মেট্রো স্টেশনের নাম মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব উঠে আসে। এতে যাত্রীদের গন্তব্য চিনতে সুবিধা হবে বলে মনে করছে কমিটি। এছাড়াও আরও ৩৬টি রাস্তার নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব আসার পর সবক’টি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলবে। যদিও চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি করার আগে অন্তত চারটি বৈঠক করা হতে পারে। তারপর প্রস্তাব পাঠানো হবে রাজ্য সরকারের কাছে। এই বিষয়ে সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার জন্য বিষয়টি বিধানসভাতেও পাঠানো হবে বলেই পুরসভা সূত্রে খবর।

বোল্লা কালী পুজোয় পশুবলি সরকারি নিয়ম মেনে হবে, জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুজোর ঠিক মুখে আদালতের এই নির্দেশ দীর্ঘ শতক ধরে চলে আসা বলি প্রথাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া যাবতীয় আইনি অনিশ্চয়তা দূর হল। তবে আদালত এই বিষয়ে স্পষ্ট জানায়, বলি বন্ধ হবে না, তবে উদ্যোক্তাদের তা করতে হবে কেবল নির্দিষ্ট জায়গায় এবং সরকারের দেওয়া সমস্ত নিয়মকানুন মেনে। বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত এই মামলাটি নিষ্পত্তি করে দেয়। আদালত সূত্রের খবর, বালুরঘাটের শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় বলি প্রথা বন্ধ করার আর্জি



জানিয়ে ২০২৩ সালে ‘রিফর্ম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন’ নামে একটি সংস্থা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে মন্দির কমিটির আইনজীবী কল্যাণকুমার চক্রবর্তী সওয়াল করে বলেন যে, প্রচলিত এই পশুবলি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার মতো কোনো আইনি বিধান নেই। এরপর উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, পশুবলি সম্পূর্ণ বন্ধ করা না হলেও যেখানে-সেখানে তা করা চলবে না। জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থান এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনেই এই রীতি পালন করতে হবে। এই রায়ের পর মন্দির কমিটির আইনজীবীরা দাবি করেছেন, আদালতের এই নির্দেশের ফলে বোল্লা কালীপুজোয় পশুবলি নিয়ে আর কোনো আইনি জটিলতা রইল না। পুজোর ঠিক আগে হাইকোর্টের এই অবস্থানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার পর শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা গ্রামে এই সুবিশাল পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারও পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হওয়ার কথা। আগত দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে জেলা প্রশাসন সেখানে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন এবং নজরদারির ব্যবস্থা করছে।

সাঁকরাইল থানার মামলায় হাইকোর্টে বড় স্বস্তি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২২ সালে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় দায়ের হওয়া একটি পুরনো এফআইআর সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে শুক্রবার বড়সড় স্বস্তি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন রাজ্য সরকার এই মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ায়, এই বিষয়টির আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি করে দেন বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাস। এই ঘটনার সূত্রপাত হয় ২০২২ সালে। সেই সময় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধে হাওড়ার সাঁকরাইল থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। পরবর্তীকালে ২০২৫ সালে সেই এফআইআর খারিজ করার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় মামলার প্রাথমিক শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দেন। আদালত সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য সরকার শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে থাকা ওই মামলাটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই মর্মে চূড়ান্ত রিপোর্ট বা ‘ফাইনাল রিপোর্ট’ আদালতে জমা দেয়। হাইকোর্টেও রাজ্যের পক্ষ থেকে মামলা প্রত্যাহার করার সেই রিপোর্ট পেশ করা হয়। এদিন সেই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের এই অবস্থানের কথা বিবেচনা করে বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাস মামলাটির নিষ্পত্তি করে দেন। এর ফলে প্রায় চার বছর আগের সাঁকরাইল থানার ওই এফআইআর সংক্রান্ত আইনি জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ভোটে কেউ বাদ পড়বেন না, বিশেষভাবে সক্ষম ও প্রবীণদের জন্য একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘কোনও ভোটার যেন বাদ না পড়েন, প্রতিটি ভোটই মূল্যবান’, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে বিশেষভাবে সক্ষম এবং ৮৫ বছরের বেশি বয়সি প্রবীণ ভোটারদের জন্য একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের সিইও দপ্তর। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই খবর জানানো হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৫ নভেম্বর কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে সিইও দপ্তরে ‘স্টেট লেভেল স্টিয়ারিং কমিটি অন অ্যাক্সেসিবল ইলেকশনস’ (এসএসসিএই)-এর একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষভাবে সক্ষম ও প্রবীণদের জন্য একতলায় ১০০ শতাংশ ভোটকেন্দ্র, র‍্যাম্প, ব্রেইল ব্যালট, বাড়িতে বসে ভোটদানের (ফর্ম-১২ডি) ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে গাড়ির যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল, এই বৈঠকে তার সাফল্য খতিয়ে দেখা হয়। এইক্ষেত্রে কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, গত ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে নথিভুক্ত বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৫৩ জন, যা মোট ভোটারের ০.৬৬ শতাংশ। এছাড়া ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটার আছেন ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৮২ জন। আগামী দিনে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে বৈঠকে পাঁচটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার মধ্যে থাকছে বিশেষভাবে সক্ষম, রূপান্তরকামী এবং আদিম জনজাতির সমস্ত যোগ্য নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হবে। ‘অন্যান্য’ বিভাগে থাকা প্রতিবন্ধীদের নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা হবে। এছাড়াও ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে বিএলও-রা বিশেষভাবে সক্ষম ও প্রবীণদের বাড়ি গিয়ে ‘ফর্ম-১২ডি’ পূরণ ও সংগ্রহে সাহায্য করবেন। পাশাপাশি হুইলচেয়ার বুকিং বা বাড়িতে সহায়তার জন্য ‘সক্ষম’ অ্যাপের ব্যবহার বাড়াতে বিএলও এবং ভোটারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ভোট কেন্দ্রের বুথগুলিতে সাহায্য কেন্দ্র, স্বেচ্ছাসেবক এবং হাতেকলমে ভোট শেখাতে মডেল ইভিএম-এর সংখ্যা বাড়ানো হবে। পরিশেষে ভোট দানের সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাবগুলিকে সক্রিয় করার পাশাপাশি ভিডিও ও জিঙ্গল তৈরি করে প্রচার চালানো হবে। এই বিজ্ঞপ্তিতে সিইও দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দপ্তর সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ, যাতে কোনো যোগ্য ভোটারই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

প্রকাশিত উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল, সংসদের ভুল লোগো নিয়ে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফল প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। শুক্রবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন সংসদ সভাপতি অসিত মণ্ডল। এইবারের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৯৮ শতাংশ, বাণিজ্যে ৯৮.১১ শতাংশ এবং কলা বিভাগে ৯১ শতাংশ। সংসদ সূত্রে জানানো হয়, মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ৬০ শতাংশের বেশি, ১৫.৫৫ শতাংশ ৭৫ শতাংশের বেশি এবং ১.৪৮ শতাংশ পড়ুয়া ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর অর্জন করেন। এদিনের ফলাফল প্রকাশের পাশাপাশি মার্কশিট ও মেধাতালিকা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা দিল সংসদ। এই প্রসঙ্গে সংসদ সভাপতি জানান, তৃতীয় সেমিস্টারের ফলের ভিত্তিতে এখনই কোনো রাজ্যব্যাপী মেধাতালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না। আগামী বছর চতুর্থ সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পর দুটি সেমিস্টারের নম্বর মিলিয়ে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশিত হবে। পাশাপাশি এখনই স্কুল থেকে কোনো হার্ড কপি বা আলাদা মার্কশিটও দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থীরা আপাতত অনলাইন পোর্টাল থেকে প্রভিশনাল স্কোরকার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন এবং চতুর্থ সেমিস্টারের পর একটিই সম্মিলিত চূড়ান্ত মার্কশিট হাতে পাবেন। এছাড়া যাঁরা তৃতীয় সেমেস্টারে উত্তীর্ণ হতে পারেননি বা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে চান, তাঁদের আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। তবে শুক্রবার ফলাফল প্রকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে নজর কাড়ল অন্য একটি বিষয়, তা হল শিক্ষা সংসদের ব্যানারের ভুলে ভরা লোগো। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সংসদ কর্তাদের পেছনে যে ব্যানারটি টাঙানো ছিল, তাতে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের লোগোয় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি শব্দ মিলেমিশে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি তৈরি হয়েছে। লোগোর ওপরের অংশে বাংলায় ‘পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ’ লেখা থাকার কথা থাকলেও, এদিন সেখানে হিন্দির আদলে এমন কিছু শব্দ দেখা গেল, যার কোনো অর্থই বোঝা যাচ্ছিল না। আবার নিচের অংশে ইংরেজিতে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন’ লেখার জায়গায় ‘ওয়েস্ট’ শব্দটি পড়তে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল এবং ‘এডুকেশন’ শব্দটি কার্যত পড়াই যাচ্ছিল না। এক্ষেত্রে অনুমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তড়িঘড়ি লোগো তৈরি করতে গিয়েই এমন বিকৃতি ঘটেছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। আর এই বিষয়টি নজরে আসতেই চরম অস্বস্তিতে পড়েন শিক্ষা সংসদের আধিকারিকরা। এই গাফিলতি নিয়ে সংসদের সভাপতি অসিত মণ্ডল, সচিব, প্রাক্তন সভাপতি ও ডেপুটি সেক্রেটারিরা জরুরি বৈঠকে বসেন। সংসদের পক্ষ থেকে এই ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করা হয়।

ঘোলার মুড়াগাছায় খুনের ঘটনায় বাদুড়িয়া থেকে ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি মাসের ৩০ অক্টোবর রাতে ঘোলা থানার সোদপুর মুড়াগাছায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি পানশালার গায়িকাকে টাকা দেওয়া নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। মারপিট করতে করতে তাঁরা পানশালার বাইরে চলে এসেছিল। সেই মারপিটে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিলকান্দা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর যোগেন্দ্র নগরের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় দাস ওরফে বাবুসোনা। ভাই আক্রান্ত হচ্ছেন শুনে দাদা শিবশঙ্কর দাস ওরফে বাপ্পা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অভিযোগ, প্রতিপক্ষ দলের এক যুবক শিবশঙ্করের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন অভিযুক্তরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা অভিযুক্তদের খোঁজ করছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ৪ নভেম্বর তদন্তকারীরা দীপাশা দাস ওরফে দিয়া নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার রাতে বাদুড়িয়া থেকে

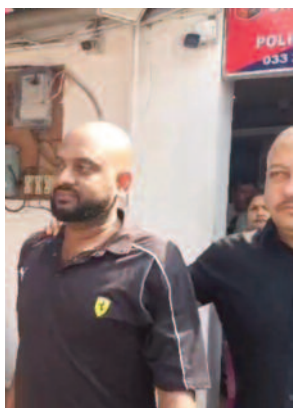

পুলিশ আরও চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে পুলিশ দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা অরুণ কুমার ঘোষ ওরফে নীল, সুজল শেঠ, আকাশ রায় এবং আকাশ পাত্র ওরফে বাচ্চা। ধৃত আকাশ রায় মধ্যমগ্রামের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা এবং বাকি তিনজন মধ্যমগ্রামের মিলন পল্লির বাসিন্দা। ওই খুনের ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে তা খতিয়ে দেখবে।



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬তম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সামিল হলেন রাজ্যপাল আরএন রবি, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। ছবি: অদিতি সাহা

বেলাগাম অটো ভাড়ায় রাশে কড়া রাজ্য, নতুন বছরে চার্ট বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরে বিভিন্ন রুটে অটোচালকদের ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় এবং বেআইনি দৌরাত্ম্য-দাদাগিরি বন্ধ করতে এবার বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। সামনের বছর জানুয়ারি মাসের শুরু থেকেই শহরের প্রতিটি অটোতে রুটভিত্তিক নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা টাঙানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে এক পয়সাও বেশি চাইলে চালকদের সাসপেন্ড করা হবে, এমনকী প্রয়োজন হলে গ্রেপ্তারও করবে পুলিশ। এমনই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর সব অটো রুট থেকে অটো ইউনিয়ন তুলে দেওয়ার পরেও যাত্রীদের ভোগান্তি এখনও সম্পূর্ণ কমেনি বলেই অভিযোগ উঠছে। নিত্যদিন অফিস যাওয়ার ব্যস্ত সময়ে অটো না পাওয়া এবং কখনও সুযোগ বুঝেছি চড়া ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ প্রতিদিনই শহরে বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে উল্টোডাঙা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, কসবা-যাদবপুর কিংবা টালিগঞ্জ-যাদবপুর যাওয়ার মতো ব্যস্ত রুটগুলিতে নিত্যযাত্রীদের বহু অভিযোগ পরিবহণ দপ্তরের কাছে আসছে। যার মধ্যে উল্টোডাঙা স্টেশন থেকে সেক্টর ফাইভ যাওয়ার ৪০ টাকার ভাড়া ব্যস্ত সময়ে ৫০ থেকে ৬০ টাকা নেওয়া হচ্ছে, আর ছুটির দিনে কখনও ১০০ টাকাও চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এছাড়াও বৃষ্টি হলে স্বাভাবিক রুটের সেই ভাড়া ১০০ টাকাও ছুঁয়ে ফেলছে।

সম্প্রতি দীপাবলির আগে বিকেপাল মোড় থেকে বড়বাজার রুটে ২৫ টাকার ভাড়া ৫০ টাকা নেওয়ার একাধিক অভিযোগ আসে দপ্তরে। যদিও এই সব অভিযোগের ক্ষেত্রে এইসব রুটের বিভিন্ন অটোচালকদের একাংশের দাবি, বাইরের রুটের বেআইনি অটো ঢুকে পড়াতেই এই বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। যদিও সেই রুটের অটো সেই রুটে



যাত্রী তুলছে কি ভাবে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁরা অপারগ। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা, কসবা এবং সল্টলেক মিলিয়ে শহরের প্রায় ৪০টি গুরুত্বপূর্ণ রুটে প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষ অটোয় যাতায়াত করেন। তাই এই পরিষেবায় শৃঙ্খলা ফেরাতে তিনটি বিষয়ে নজর দিচ্ছে প্রশাসন। বেআইনি অটো বাতিল করা, সব রুটের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা তৈরি করা এবং নিয়ম ভাঙলে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া, এই তিনটি পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা নেবে বলেই আশা করছে পরিবহণ দপ্তর।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, পরিবহণ দপ্তরের পোর্টালে যাঁদের অটো রেজিস্ট্রেশন থাকবে, শুধুমাত্র তাঁরাই অটো চালানোর অনুমতি পাবেন। বেআইনি অটো সরিয়ে রেজিস্টার্ড অটোকে রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি রুটের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা তৈরি করা হবে। সেই তালিকা অটোতে দৃশ্যমান এমন ভাবে রাখতে হবে, যাতে যাত্রীরা সহজেই ভাড়া সম্পর্কে জানতে পারেন। পাশাপাশি যাত্রীদের স্বার্থরক্ষায় পুলিশ পদক্ষেপ করার কথাও মনে করিয়ে দেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে টাকা দাবি করলে সংশ্লিষ্ট চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। যাত্রীরা ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনের সংশোধিত নির্ঘণ্ট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৭-কে যোগ্যতার তারিখ ধরে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচির সংশোধিত নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। উদ্দেশ্য, যোগ্য কোনও নাগরিক যাতে ভোটার তালিকায় নাম তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করাতে পারেন। বিশেষ করে নতুন ভোটার, বাদ পড়া ভোটার এবং যাঁদের বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৭-এ ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাঁদের আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১৯, ২০, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর এবং ২, ৩, ৯ ও ১০ জানুয়ারি রাজ্যের সমস্ত ভোটকেন্দ্রে বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনগুলিতে বুথ স্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন, দাবি ও আপত্তি গ্রহণ-সহ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত পরিষেবা দেবেন। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির বুথ স্তরের প্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংশোধিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হবে। ১৫ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হবে। ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলির নিষ্পত্তি করে ৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সমস্ত যোগ্য নাগরিককে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকায় নিজেদের তথ্য যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পন্ন করার আবেদন জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার তদন্তে ৯০ দিনের সময়সীমার অস্পষ্টতা দূর হল

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি। আধুনিক সমাজের এক বড় রোগ। যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, কি সরকারি কি বেসরকারি, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যৌন হয়রানি ও হেনস্তার ঘটনা। এই প্রবণতা রুখতে রয়েছে আইন। কিন্তু বাস্তব ছবিটা বলছে, আইন তার নিজস্ব গণ্ডিতেই আটকে আছে। আর এই প্রবণতা আইনি পথে বন্ধ করা যায় কিনা অবশ্য সেটাও একটা প্রশ্ন যেমন আইন বলছে, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। কিন্তু এই অদ্ভুত নিদানকে ঢাল করে অনেক অপরাধীই পার পেয়ে যাচ্ছিল। শাস্তিই হচ্ছিল না তাদের। এই পরিস্থিতি বদলাতে তাই এবার বড় পদক্ষেপ নিল খোদ আদালত। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত এক মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, এভাবে ৯০ দিনের সময়সীমা থাকলেও তা যে সব সময় মানতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এই সময়সীমা পেরিয়েও যায় তাহলেও তদন্ত চালিয়ে যেতে কোনও বাধা নেই। তাঁর পর্যবেক্ষণে বিচারপতি বলেন, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্তে ৯০ দিনের সময়সীমা বলা আছে। তা নির্দেশমূলক, বাধ্যতামূলক নয়। তদন্তের প্রয়োজনে রিপোর্ট পেশ করা আটকানো যাবে বলেও জানিয়েছে আদালত। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্ত এক কর্মচারি তাঁর বিরুদ্ধে চলা বিভাগীয় তদন্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁর রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য এজলাসে উঠলে বিচারপতি পর্যবেক্ষণে বলেন, যৌন হয়রানির অভিযোগের দ্রুত এবং গুরুত্বের সঙ্গে নিষ্পত্তি করার জন্যই সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মচারি সময় পেরিয়ে গিয়েছে বলে কমিটির রিপোর্টকে আটকে দিতে পারবেন না।যে কর্মচারি গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ায় নিজে অংশ নিয়েছেন, সাক্ষ্যও দিয়েছেন তিনি পরে কমিটি গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না। এই যুক্তিতে আদালত ওই ব্যক্তির রিট পিটিশন খারিজ করে দেয়।কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে ৯০ দিনের সময়সীমা নিয়ে অস্পষ্টতা কাটল।

শব্দছক ৩২৩

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. ইপ্সিত ৫. নানাবর্ণবিশিষ্ট ৭. ব্যাতিরেকে ৮. ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ৯. অফুরন্ত সময় ১১. নিমিত্ত ১২. অঙ্কুর ১৩. ধান ইত্যাদির পরিমাণ মাপার একক ১৪. বিপদ ১৬. জাতীয় স্তরে নির্বাচিত দল ১৮. শত্রু ১৯. তাম্বুল ২০. বন্ধুরা ২১. জানালা

ওপর-নিচ: ১. যার কোন বিকার নেই ২. এখন ৩. প্রেমিকা ৪. খল ৬. চিন দেশের নাগরিক ৭. অপরাহ্ন ৯. ভিন্ন ১০. গঙ্গাদেবীর বাহন ১১. জলের বিশেষণ ১৩. একই স্বামীর দুই বউ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ১৪. সময় বা দন্ড ১৫. সংসার ১৬. প্রাচ্যের সূর্যোদয়ের দেশ ১৭. নৈপুণ্য ১৮. দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি ২০. বন্যা

সমাধান ৩২২ — পাশাপাশি: ১. আক্ষেপ ৩. গতিবিধি ৪. ছন্দিত ৫. কাজকর্ম ৭. নখ ১০. নব ১২. যমদূত ১৪. বন্দনা ১৫. সমাগরা ১৬. শপথ

ওপর-নিচ: ১. আয়োজন ২. পছন্দ ৩. গতকাল ৬. কম্বিন ৮. খতম ৯. মৃতবরা ১১. বনপথ ১৩. বিনাশ

আজকের দিন

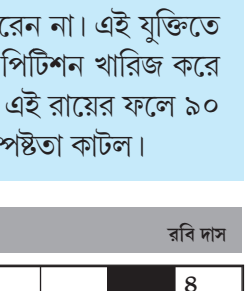

■ **১৫৮২** — উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যান হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন।

■ **১৯৮৯** — চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ করবে, যা মখমল বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত।

জন্মদিন



ভগবত ঝা আজাদ

১৯২২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভগবত ঝা আজাদের জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট লেখক অমর গোস্বামীর জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সদানন্দ বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

আতঙ্ক বিস্তার সভ্যতার পাঠ দেয় না

শুভজিৎ বসাক

মানবসভ্যতার ইতিহাস মূলত সৃষ্টি, সহাবস্থান এবং সৌন্দর্যবোধের ক্রমবিকাশের এক দীর্ঘ উপাখ্যান। যেখানে ভয়, ঘৃণা ও রক্তপাতের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলে, সেখানে সভ্যতার স্বাভাবিক ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে কখনোই কোনো মহৎ আদর্শ বা শিল্পসুষমার আহ্বান জানানো যায় না; কারণ ভয় মানুষের সৃজনশীলতাকে স্তব্ধ করে দেয় এবং সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ভেতর থেকে দুর্বল করে তোলে। এই চিরন্তন সত্যেরই এক নির্মম ও রক্তাক্ত দলিল হয়ে আছে ভারতের ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়; ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলা। ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬০ ঘণ্টাব্যাপী চলা এই সুপরিকল্পিত বর্বরতা কেবল একটি শহরের ওপর আঘাত ছিল না, বরং তা ছিল সমগ্র মানবিক মূল্যবোধ ও নাগরিক সভ্যতার মর্মমূলে সরাসরি আঘাত।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর রাতে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ১০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী সমুদ্রপথে মুম্বাইয়ে অনুপ্রবেশ করে শহরের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একযোগে তাণ্ডব চালায়। ব্রিটানিকা এবং উইকিপিডিয়ার নথিতে উঠে আসা সেই দুঃস্বপ্নের লক্ষ্যবস্তু ছিল ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস রেলওয়ে স্টেশন, প্রাণবন্ত লিওপোল্ড ক্যাফে, কামা হাসপাতাল, নরিমান হাউস এবং বিলাসবহুল তাজমহল প্যালেস ও ওবেরয় ট্রাইডেন্ট হোটেল। প্রায় ৬০ ঘণ্টার সেই জিম্মি সংকট ও নির্বিচার গুলিবর্ষণে প্রাণ হারান ১৬৬ জন নিরপরাধ মানুষ; যাঁদের মধ্যে ২০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং ২৬ জন বিদেশি নাগরিক ছিলেন। পাশাপাশি আহত হন ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ। ব্রিটানিকার তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় বিশেষ বাহিনীর অভিযানে ৯ জন হামলাকারী নিহত হয় এবং একমাত্র জীবিত ধৃত জঙ্গি আজমল আমির কাসাবকে ২০১০ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, যা ২০১২ সালে কার্যকর করা হয়। একটি পিএমসি মেডিকেল গবেষণায় দেখা গেছে, স্যার জে. জে. গ্রুপ অব হসপিটালসে স্বল্প সময়ে একাই ২৭১ জন আহতকে নিয়ে আসা হয়েছিল, যা চিকিৎসা ও জরুরি শল্যচিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই পরিসংখ্যান কেবল সংখ্যার হিসাব নয়; প্রতিটি সংখ্যা এক-একটি ছিন্নভিন্ন পরিবার, নিভে যাওয়া প্রদীপ এবং অকালে ঝরে যাওয়া স্বপ্নের করুণ শোকগাথা।

২৬/১১-এর মতো নৃশংসতা কেবল একটি শহরের বা একটি দেশের



সীমানায় আবদ্ধ নয়, বরং তা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের এক ভয়াবহ চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিসের তথ্য বলছে, ২০০৭ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে ৬৬ হাজারেরও বেশি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৬ অনুসারে, ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা কমে ২,৯৪৪টিতে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৫৮২ জনে দাঁড়ালেও এই সামগ্রিক হ্রাসের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক উদ্বেগজনক রূপান্তর। ওই প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালে পশ্চিমা বিশ্বে সন্ত্রাসজনিত মৃত্যু ২৮০ শতাংশ বেড়ে ৫৭ জনে পৌঁছেছে, এবং ২০২১ সালের পর থেকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় উগ্রপন্থা-সংক্রান্ত তদন্ত ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; যেখানে স্বল্পমেয়াদি অনলাইন প্রচারণার প্রভাবে তরুণদের দ্রুত উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এই বৈশ্বিক প্রবণতা স্পষ্ট করে দেয় যে সন্ত্রাসবাদ কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, জাতি বা ভূখণ্ডের সমস্যার চেয়েও বড়; এটি সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী এক অন্ধকার শক্তি। যে মতবাদ নিরীহ মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়, তা কখনোই কোনো প্রগতিশীল সমাজ বা মানবিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে না।

সৌন্দর্য ও সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো স্বাধীনতা, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা। বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসের মনীষীরা বারবার দেখিয়েছেন যে ভয় ও ঘৃণা মানুষের অন্তরের সৃজনশীল আলোকে নিভিয়ে দেয়। বন্দুকের নল বা বিস্ফোরণের শব্দ দিয়ে মানুষের দেহকে হয়তো ক্ষতবিক্ষত করা যায়, কিন্তু মানবাত্মার চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রতিরোধের শক্তিকে কখনোই পরাজিত করা যায় না।

মুম্বাইয়ের সেই ২৬/১১-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেও সাধারণ মানুষ, চিকিৎসক, পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মীরা যেভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তা প্রমাণ করে যে আতঙ্কের চেয়ে মানবিকতার শক্তি বহুগুণ বেশি। সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস আনে, আর সভ্যতা সেই ধ্বংসের বুকে নতুন করে জীবনের জয়গান গায়।

পরিশেষে বলা যায়, ২৬/১১-এর রক্তক্ষয়ী স্মৃতি আমাদের বারবার এই শিক্ষাই দেয় যে হিংসা ও ভয়ের পথ কখনোই মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা কেবল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, বরং সভ্যতার অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য রক্ষার অপরিহার্য শর্ত। কারণ ভয় দেখিয়ে সাময়িক স্তব্ধতা আনা গেলেও, আতঙ্ক বিস্তার করে কখনোই সভ্যতার প্রকৃত পাঠ দেওয়া যায় না।।

সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ডাক পরিষেবা আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে নতুন সম্ভাবনার পথে ভারতীয় ডাক বিভাগ

রোহন পাল

একটি দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড;প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। একসময় মানুষের কাছে দূরের খবর পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল ডাকঘর। সময় বদলেছে, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা এবং যোগাযোগের ধরনও। বর্তমানে মুঠোফোন ও ইন্টারনেটের যুগে চিঠির ব্যবহার অনেকটাই কমে এলেও ডাক বিভাগের গুরুত্ব ফুরিয়ে যায়নি। বরং নতুন সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ডাক পরিষেবা আজ আর্থিক লেনদেন, পার্সেল পরিবহণ, ই-কমার্স এবং বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকে আরও গতিশীল করতে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।



দেশের ডাক পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'Postal Operations Scheme' চালু রাখার অনুমোদন দিয়েছে। ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য এই প্রকল্পে ১,১৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থের সাহায্যে ডাক বিভাগের পুরনো পরিকাঠামোর সংস্কার, প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, পার্সেল পরিবহণের উন্নতি এবং গ্রামীণ অঞ্চলে পরিষেবার বিস্তার ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষের কাছে ডাক পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য করে তোলাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

ভারতের ডাক ব্যবস্থার বিশেষত্ব হল, দেশের এমন বহু প্রান্তে এর উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে অন্যান্য আধুনিক পরিষেবা এখনও পর্যাপ্তভাবে পৌঁছতে পারেনি। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে ডাকঘর শুধু চিঠি পাঠানো বা পার্সেল গ্রহণের স্থান নয়, অনেক সময় সেটিই হয়ে ওঠে আর্থিক লেনদেন, সঞ্চয় এবং সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অন্যতম ভরসা। তাই গ্রামীণ ডাক ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামীণ ডাক পরিষেবার সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ডাকঘরগুলিকে আরও আধুনিক করে তোলা, পরিষেবার পরিধি বাড়ানো এবং কর্মীদের দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডাক পরিষেবার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে প্রযুক্তির ব্যবহারে। বর্তমানে মানুষ দ্রুত পরিষেবা পেতে অভ্যস্ত। ফলে ডাক সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রাপকের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সময় ও দক্ষতার গুরুত্ব বেড়েছে। এই লক্ষ্যেই 'Mail Network Optimization' কর্মসূচিতে ৫৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ঝজ্জ(-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাক বাছাই, পরিবহণ ও বিতরণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও গতিশীল করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি উন্নত বাছাই কেন্দ্র এবং স্মার্ট লেটার বক্সের মতো ব্যবস্থাও ডাক পরিষেবার কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এর ফলে গ্রাহকদের কাছে চিঠিপত্র ও অন্যান্য ডাক সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সুশৃঙ্খল হতে পারে।

বর্তমান সময়ে অনলাইন কেনাকাটা মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শহর থেকে গ্রাম;সর্বত্রই ই-কমার্সের বাজার ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পণ্য সরবরাহের জন্য শক্তিশালী পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। ডাক বিভাগও এই নতুন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে পার্সেল পরিষেবার উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'Parcel Network Optimization' কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭৮ কোটি টাকা। নতুন পার্সেল হাব তৈরি, প্যাকেজিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবহণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করার মাধ্যমে এই পরিষেবাকে আরও কার্যকর করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এর সুফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্থানীয় উৎপাদক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অনলাইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগপতিরা পেতে পারেন। বিশেষ করে গ্রামের ছোট ব্যবসায়ীদের পণ্য দূরবর্তী বাজারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ডাক পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নে ৮ কোটি টাকা এবং বিপণন ও গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডাক বিভাগের পরিষেবাগুলিকে মানুষের কাছে আরও পরিচিত করে তোলা এবং গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর এই উদ্যোগে গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্যদিকে, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে ডাকটিকিটের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে 'Philately Operations' কর্মসূচিতে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডাকটিকিট সংগ্রহের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ানো এবং দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ডাক বিভাগের কাজের পরিধি যে কতটা বিস্তৃত হয়েছে, তা বোঝা যায় এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পরিষেবার দিকে তাকালেই। বর্তমানে ডাকঘরের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রকল্প, ডাক জীবন বিমা, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, আধার পরিষেবা এবং পাসপোর্ট সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়া যায়।

বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে ব্যাংকিং পরিষেবার সুযোগ সীমিত, সেখানে ডাকঘর সাধারণ মানুষের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠেছে। ফলে ডাক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হলে তার প্রভাব শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

সবশেষে বলা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনও প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে হলে তার কাজের ধরনেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ভারতীয় ডাক বিভাগ সেই পরিবর্তনের পথেই এগিয়ে চলেছে। একসময়ের চিঠি আদান-প্রদানের প্রতিষ্ঠান আজ আধুনিক যোগাযোগ, আর্থিক পরিষেবা ও পণ্য পরিবহণের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। 'Postal Operations Scheme'-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও উন্নত পরিষেবার সুযোগ পাবেন। তবে প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে প্রকল্পের সুফল কতটা স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে তার ওপর। কারণ, আধুনিকতার প্রকৃত সার্থকতা তখনই, যখন তার সুবিধা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

বাল্যবিবাহ নিপাত যাক, প্রতিটি মেয়ের স্বপ্ন বাঁচুক

শেখর সাহা



বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার মেয়ে তখন খুব ছোট। একটি ক্রেশে থাকত। সেখানে বছর ষোল-সতেরোর একটি কিশোরী মেয়েকে দেখেছিলাম। দারিদ্র্যের কারণে সে ওই ক্রেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করত। তাদের সঙ্গে খেলত, গল্প করত, নিজের মতো করে পড়াশোনাও করত। তার চোখেমুখে ছিল সরলতা, মনে ছিল কিছু স্বপ্ন। বয়সের তুলনায় দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। তবু মনে হয়েছিল, মেয়েটি হয়তো একদিন নিজের জীবনটাকেও সুন্দর করে গড়ে তুলবে। কিন্তু সেই স্বপ্নের আয়ু ছিল বড়ই কম। একদিন হঠাৎ মেয়েটি ক্রেশে আসা বন্ধ করে দিল। খোঁজখবর শুরু হলো। বেশ কিছুদিন পর জানা গেল, তার মা তাকে না জানিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েটির শৈশব, পড়াশোনা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা;সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল একটি বিয়ের মধ্য দিয়ে। তারপর দীর্ঘদিন আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বহুদিন পর একদিন তার সঙ্গে দেখা। কোলে দুটি সন্তান। মুখে ক্লান্তির ছাপ, শরীর রুগ্ন। সংসারের দায়িত্ব সামলাতে সে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতন, স্বামীর মদ্যপান, অশান্তি আর অভাব;সব মিলিয়ে তার জীবন যেন এক অবিরাম যন্ত্রণার নাম। যে বয়সে তার বই হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-খেলায় মেতে থাকার কথা, সেই বয়সেই সে দুই সন্তানের মা। তার চোখে আর শৈশবের সেই স্বপ্নটুকুও নেই। এই একটি মেয়ের জীবনকাহিনি আসলে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য কিশোরীর জীবন বাল্যবিবাহের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সামাজিক কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতা এবং মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আজও বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ। অনেক পরিবার মনে করে, মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া যায়, ততই যেন দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায়। অথচ তারা একবারও ভাবেন না, এই সিদ্ধান্ত একটি মেয়ের গোটা জীবনকে কতখানি বিপন্ন করে তুলতে পারে।

বাল্যবিবাহের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতিগুলির একটি হলো অল্প বয়সে মাতৃত্ব। শারীরিক ও মানসিকভাবে পূর্ণতা পাওয়ার আগেই গর্ভধারণ কিশোরীদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। বাড়ে রক্তাল্পতা, অপুষ্টি, প্রসবকালীন জটিলতা এবং মা ও নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কা। অনেক ক্ষেত্রে জন্ম নেয় কম ওজনের বা অপরিণত শিশু। অর্থাৎ একটি বাল্যবিবাহ শুধু একটি মেয়ের জীবনকেই বিপন্ন করে না, পরবর্তী প্রজন্মের সুস্থ ভবিষ্যৎকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

ভারতের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৯-২১) অনুযায়ী, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে ২৩.৩ শতাংশের বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে। সাম্প্রতিক ঞ্চুচ্ছ(-৬ (২০২৩-২৪) সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, এই হার কমে ২০.১ শতাংশ হয়েছে। তবুও দেশের প্রতি পাঁচজন তরুণীর মধ্যে একজনের বাল্যবিবাহের শিকার। পশ্চিমবঙ্গে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সি মহিলাদের ৪১.৬ শতাংশের বিয়ে হয়েছিল ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে।

সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটির কথা আজও মনে পড়ে। মনে হয়, একটু সচেতনতা, সামান্য সহযোগিতা কিংবা সময়মতো একটি প্রতিবাদ হয়তো তার জীবনটাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারত। হয়তো সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াত, পড়াশোনা করত, নিজের স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি করত।

আমরা এমন একটি পৃথিবী চাই, যেখানে কোনও মেয়ের শৈশব দারিদ্র্যের কাছে হার মানবে না, কোনও কিশোরীর স্বপ্ন পারিবারিক সিদ্ধান্তের কাছে বলি হবে না। প্রতিটি শিশু বেড়ে উঠবে শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার পরিবেশে। মনে রাখতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা মানে শুধু একটি বিয়ে আটকানো নয়, একটি জীবনকে নতুন করে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

ভালোবাসা জলের মতো সরস, বর্ণহীন ও সাম্যতাবোধে সচল। কাউকে ভালবাসলে তার মনের রঙেই তা রঙিন হয়ে ওঠে। কারও শক্ত মনে জায়গা করে নিতে ভালোবাসা দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিলেই কাজটি সহজ হয়ে যায়।

কৌট-আনকৌট



সাধারণ মানুষও রাস্তার নাম পরিবর্তন নিয়ে প্রস্তাব দিতে পারেন, তবে সেই নামের সপক্ষে যথাযথ যুক্তি দিতে হবে।

কার্তিক মহারাজ, নাম বদল কমিটির চেয়ারম্যান

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দূষণে জেরবার দুর্গাপুর, উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রীর!

শিল্পাঞ্চলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসানোর নির্দেশ



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বছরখানেক আগেও দূষণের মাত্রায় দিল্লিকে টেক্কা দিয়েছিল শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর। সেই দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানালেন, দূষণ শুধু পরিবেশের ক্ষতি করছে না, ক্যান্সার-সহ একাধিক রোগের ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় একদিকে যেমন ব্যাপক বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন, তেমনই শিল্পাঞ্চলগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের আধুনিক যন্ত্র বসানোর উপর জোর দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, দুর্গাপুর-সহ মেজিয়া ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলগুলিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু গাছ লাগালেই হবে না, কলকারখানাগুলিতেও দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত যন্ত্র বসাতে হবে। তবেই দূষণের মাত্রা কমিয়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব হবে। এদিন বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালের পাশাপাশি জেলায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল তৈরির অনুমোদন বিধানসভা থেকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালের নির্মাণকাজ ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ করার আবেদন জানান তিনি। শিল্প ও দূষণের দীর্ঘদিনের পরিচিতি ছাপিয়ে দুর্গাপুরকে স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বার্তাও উঠে এল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে তাঁর এই বার্তার পর শিল্পাঞ্চলে বাস্তবে কতটা কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেটাই দেখার।

লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের নাতিকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ শুভেন্দুর



নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও পারিবারিক সৌজন্য সাক্ষাতে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দুর্গাপুরে বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সদ্যোজাত নাতিকে কোলে তুলে আশীর্বাদ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কন্যা সুস্মিতা পাত্র। এদিন বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে নবজাতককে স্নেহভরে কোলে তুলে নেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি সুস্মিতা পাত্রের সঙ্গে কথা বলে মা ও শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্যের খোঁজখবরও নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই পারিবারিক সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘিরে বিধায়কের বাড়িতে তৈরি হয় এক আন্তরিক ও আনন্দঘন পরিবেশ।

বাল্যবিবাহ রুখতে পথে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে শপথ গ্রহণ ও পদযাত্রার আয়োজন করল চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। পদযাত্রার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় বাল্যবিবাহ বন্ধের বার্তা। পুলিশকর্মীদের হাতে ছিল একাধিক সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা, 'শৈশব হোক আনন্দের, বিয়ের পিঁড়িতে বসার নয়।' এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও উৎপল পাইক, চন্দ্রকোনা থানার ওসি প্রত্যয় দাস, ক্ষীরপাই ফাঁড়ির আইসি জাহাঙ্গীর আলম, রামজীবনপুর ফাঁড়ির আইসি অরুণ গোপ-সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।



মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে পালাবদল

অনাস্থা ভোটে পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তৃণমূল পরিচালিত প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব। ভোটাভুটিতে তিন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থন পেয়ে মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ১৪। এর মধ্যে আগে বিজেপির দখলে ছিল ৬টি এবং তৃণমূলের ছিল ৮টি আসন। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী ঘাঁটির বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব আনে বিজেপি। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় অনাস্থা ভোটাভুটি। ভোটাভুটিতে মোট ৯টি ভোট পেয়ে পঞ্চায়েতের দখল নেয় বিজেপি। তৃণমূলের তিন পঞ্চায়েত সদস্যের ভোট বিজেপির পক্ষে যাওয়ায় বদলে যায় পঞ্চায়েতের সমীকরণ। ফল ঘোষণার পর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। চলে গেরুয়া আবির খেলা। উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট-সহ বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। বিধায়ক শীতল কপাট জানান, তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী ঘাঁটির বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। এটা ভারতীয় জনতা পার্টি, এখানে দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনও ঠাঁই নেই। পঞ্চায়েতের সমস্ত নিয়ম মেনে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনাস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই ভোটাভুটিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি। নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন চন্দনা রায়। তাঁর নেতৃত্বে মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে আমরা আশাবাদী।



বোল্লা রক্ষা কালীমাতার পুজোয় হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি



নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বোল্লা রক্ষা কালীমাতার বাৎসরিক পুজোকে কেন্দ্র করে হেলিকপ্টার থেকে মাঝ আকাশে ফুল ছড়িয়ে মন্দিরের উপর পুষ্পবৃষ্টির বিশেষ আয়োজন করা হয়। আকাশপথে ফুলের বর্ষণে মাতৃ আরাধনায় যুক্ত হয় নতুন আকর্ষণ এবং ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উন্মাদনা দেখা যায়।

মন্দিরের উপর পুষ্পবৃষ্টির এই দৃশ্য দেখতে সকাল থেকেই বোল্লা রক্ষা কালীমাতার মন্দির চত্বর ও প্রাঙ্গণে অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়ে। পুষ্পবৃষ্টির এই বিশেষ আকর্ষণ ঘিরে দর্শনার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার এবং বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় এবং জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা নিজে উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। ধর্মীয় আবেগ, ভক্তদের উচ্ছ্বাস এবং পুষ্পবৃষ্টির অভিনব আয়োজনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমাতার বাৎসরিক পুজো এক বিশেষ মাত্রা পায়।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এবার বোল্লা পুজো জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সুব্যবস্থিতভাবে করার প্রচেষ্টা হচ্ছে, প্রথমবারের মতো আইসিইউ ও একাধিক অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নতুন চমক হিসেবে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১০-১২ লাখের বদলে এবার ১৫ লাখ বা তার বেশি ভক্ত সমাগমের অনুমান রয়েছে, আর মায়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদ ও রাজ্যের উন্নয়নের শক্তি চেয়েছি।'

আমবাগানে থরে থরে মজুত গোরুর মাংস, হাতেনাতে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বড়সড় অভিযান অশোকনগর থানার পুলিশের। আমবাগানে থরে থরে মজুত গোরুর মাংস-সহ হাতেনাতে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আগেই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ্যে গোরুর মাংস বিক্রি হতে দেওয়া হবে না। আর তার ঠিক দু'দিনের মধ্যেই অশোকনগর থানার সুরিয়ার আমবাগানে পুলিশের হানায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার অশোকনগর থানার পুলিশ হানা দেয় সুরিয়া আমবাগান এলাকায়। অভিযোগ, ওই আমবাগানে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ গোরুর মাংস। অভিযান চালিয়ে সেখান থেকেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হল সাদিকুল মণ্ডল, তারিফ মহম্মদ, খোদা বক্স মণ্ডল, মতিয়ার বিশ্বাস এবং মোসেফ মণ্ডল। ধৃতদের বাড়ি অশোকনগর থানা এলাকার সাবদালপুর সুরিয়া, দক্ষিণপাড়া, বাগপুল ও রাজীবপুরে। শুক্রবারই পাঁচ অভিযুক্তকে বারাসত আদালতে পেশ করে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে অশোকনগর থানার পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আমবাগানের আড়ালে এত বিপুল পরিমাণ মাংস মজুত করার উদ্দেশ্য কী ছিল, কোথা থেকে আসছিল এই মাংস, কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল, এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা

উদ্বোধন নতুন ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দুর্গা মুর্মু-সহ এক প্রতিনিধি দল। শুক্রবার হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক ও রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। একই সঙ্গে হাসপাতালের একটি নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। পরিদর্শন শেষে দুর্গা মুর্মু অভিযোগ করেন, এতদিন হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বেহাল অবস্থায় ছিল। সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। তবে বর্তমান সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে। আগামী দিনে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো আরও উন্নত করা হবে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালেই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে।



রামজীবনপুর পুরসভার সাফাই কর্মীদের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: নতুন রাজ্য সরকারের আমলে বোনাস ও বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগের জন্য রামজীবনপুর পুরসভার সাফাই কর্মীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হল চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই এবং পুরসভার আধিকারিকদের। অভিনব এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, রামজীবনপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারি-সহ পুরসভার অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সাফাই কর্মীরা।



দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল : periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

দ্য পেরিয়া করমলাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড-এর বাস্তবিক সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে বিক্রীত বা ক্রয়কৃত বাস্তবিক শেয়ারগুলির স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (''ডিম্যাট'') সহজতর করার জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু করে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।
এই সুবিধাটি ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিলকৃত সেই সমস্ত স্থানান্তর দলিলের ক্ষেত্রেও উপলব্ধ, যেগুলি নথিপত্রের ত্রুটি, পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো বা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি। সফল যাচাইকরণের পর, এই ধরনের শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে স্থানান্তর করা হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিকট ''সূর্য'', ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্ট্রিল নগরের পিছনে, সৌরিপালায়ম রোড, কোয়েম্বাটোর - ৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু ঠিকানায় অথবা investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com ই-মেল আইডিতে তাঁদের অনুরোধ জমা দিয়ে এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সচিব

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.১১.২০২৬

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর বাস্তবিক সিকিউরিটিজ স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে বিক্রীত বা ক্রয়কৃত বাস্তবিক শেয়ারগুলির স্থানান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন (''ডিম্যাট'') সহজতর করার জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে শুরু করে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।
এই সুবিধাটি ০১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে দাখিলকৃত সেই সমস্ত স্থানান্তর দলিলের ক্ষেত্রেও উপলব্ধ, যেগুলি নথিপত্রের ত্রুটি, পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত পাঠানো বা প্রক্রিয়াকরণ করা হয়নি। সফল যাচাইকরণের পর, এই ধরনের শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে স্থানান্তর করা হবে।
শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিকট ২৩, আর.এন. মুখার্জী রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অথবা contact@mdplcorporate.com ই-মেল আইডিতে তাঁদের অনুরোধ জমা দিয়ে এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সচিব

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.১১.২০২৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
আইবিবিআই (কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের দেউলিয়া প্রক্রিয়া) রেগুলেশন ২০১৯-এর রেগুলেশন ২৭(১) অনুসারে
শ্রী সুদেশ কুমার সোন্থালিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে
(কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত জামিনদার)

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর বিধান অনুসারে দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন শ্রী সুদেশ কুমার সোন্থালিয়া ওরফে শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া, পিতা প্রয়াত সত্যদেও সোন্থালিয়া-র সম্পদগুলির ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পদগুলি ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://bankauctions.in-এর মাধ্যমে ''যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'', ''যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'', ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনো দাবি ব্যতিরেকে ভিত্তিতে'' বিক্রি করা হবে।

পরিমাণ (টাকায়)

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির মূল্য
১	ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি, গার্ডেন (টাওয়ার - ১), ১৪তম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১৫০৩, প্লট নং - এএ ৩/ব্লক ১, অ্যাকশন এরিয়া ৩, নিউ টাউন, রাজারহাট, থানা - রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৬০-এ অবস্থিত বেসমেন্টে একটি পার্কিং সহ আবাসিক ফ্ল্যাট।	১,৬০,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
২	ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি, গার্ডেন (টাওয়ার - ১), ১৫তম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ১৬০৩, প্লট নং এএ ৩/ব্লক ১, অ্যাকশন এরিয়া ৩, নিউ টাউন, রাজারহাট, থানা - রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৬০-এ অবস্থিত বেসমেন্টে একটি পার্কিং সহ আবাসিক ফ্ল্যাট।	১,৬০,০০,০০০/-	১৬,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-

নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	২৮.১১.২০২৬
যোগ্যতার নথিপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৮.১২.২০২৬
সম্পদগুলির বাস্তবিক পরিদর্শনের তারিখ	০৪.১২.২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত)
ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ	০৯.১২.২০২৬
নিলামের তারিখ	১২.১২.২০২৬ (সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত, প্রতিবার ৫ মিনিট করে সীমাহীন সময়সীমা বৃদ্ধি সহ)

ই-নিলামের প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ :
ক) ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'', ''যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'', ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনো দাবি ব্যতিরেকে ভিত্তিতে'' পরিচালিত হবে এবং সেই অনুযায়ী উক্ত হস্তান্তর কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হবে।
খ) বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত দেউলিয়া প্রক্রিয়া বিধিমালা সাপেক্ষে হবে।
গ) বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং তার বিবরণ পরিদর্শন করা ও সে সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। ই-নিলামকৃত সম্পদগুলির ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো নিকট প্রদেয় কোনো চার্জ, লিয়েন, দায়ভার বা অন্য কোনো বকেয়ার জন্য ব্যাঙ্করাপ্টসি ট্রাস্টি দায়ী থাকবেন না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা, সম্পত্তি করের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির উপর থাকা দায়ভার সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ঘ) আগ্রহী দরদাতাগণ উপরিউক্ত সারণিতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে ইএমডি জমা দেবেন সুদেশ কুমার সোন্থালিয়া, অ্যাকাউন্ট নং ৫৭১১৫২৭৭২৩, আইএফএসসি কোড KKBK0000326।
ঙ) সম্পদগুলির বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা ও অঙ্গীকারনামা ফর্ম এবং অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিটি https://bankauctions.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
চ) সম্ভাব্য দরদাতাগণ এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা জমা দেবেন যে, তাঁরা IBBI (কর্পোরেট ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের দেউলিয়া প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৯-এর রেগুলেশন ২৭(৩)-এর অধীনে কোনো অযোগ্যতায় ভুগছেন না এবং কোনো পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হলে জমাকৃত বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

স্বা/-
তৃপ্তি আগরওয়াল
IBBI নিবন্ধন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316
সুদেশ কুমার সোন্থালিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টি
ই-মেল : ibc.sudeshsonthalia@gmail.com
যোগাযোগের ঠিকানা : ১২ পার্ক লেন, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৬

তারিখ : ২৮.১১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

BOI Bank of India — Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪৩-২৬৬৫৭০৩।

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [বিধি-৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৪.০৮.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **শ্রী কৌশিক ভাদানি** এবং **শ্রীমতী খুশবু ভাদানি**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৪৯১০৯০.৮৭ টাকা (চোদ্দ লক্ষ একানব্বই হাজার নব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** + **১৮.০৪.২০২৬** তারিখ থেকে তার উপর সুদ ও চার্জ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২৭শে নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **১৪৯১০৯০.৮৭ টাকা (চোদ্দ লক্ষ একানব্বই হাজার নব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** + **১৮.০৪.২০২৬** তারিখ থেকে তার উপর সুদ ও চার্জের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দোমোহানি শাখার দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, মৌজা - রানিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং ২৪, সাব প্লট নং ১৮এ, আর.এস. প্লট নং ২৪৭, এল.আর. প্লট নং ৮৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং ২৩২০, পূর্বতন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৩৪, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ৩১২৮৫ এবং ৩১২৮৬, পূর্ব কলেজ পাড়া, শিব কলোনি, মহাকাল মন্দিরের কাছে, রানিগঞ্জ, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩৪৭-এ অবস্থিত একটি অসম্পূর্ণ একতলা বাড়ি সম্বলিত ১.৫০ কাঠা (১০৮০ বর্গফুট) ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:** উত্তরে এন. কে. সাউ-এর বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে ১২' চওড়া রাস্তা দ্বারা, পূর্বে রাজীব কুমার সাউ-এর ফাঁকা জমি দ্বারা, পশ্চিমে অন্যদের ফাঁকা জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তারিখ: ২৭.১১.২০২৬
স্থান: রানিগঞ্জ

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক
**

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

মালদায় ডিআরএম অফিসে সিবিআই হানা, গ্রেপ্তার সুপারিনটেনডেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে মালদায় ডিআরএম অফিসে এসে অভিযান চালিয়ে অফিস সুপারিনটেনডেন্ট তথা এক আধিকারিককে গ্রেপ্তার করলো সিবিআই কর্তারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইংরেজবাজারের ঝলঝলিয়ায় মালদা ডিভিশন অফিসে সিবিআইয়ের একটি দল হাজির হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রেলমহলে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিভিশন অফিসের অফিস সুপারিনটেনডেন্ট (ক্লার্ক) উমাশংকর পাণ্ডেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন সিবিআই আধিকারিকরা। তিনি বিহারের পাটনার বাসিন্দা। এদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিবিআই সূত্রে খ বর, ঘুষ নেওয়ার সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সিবিআইয়ের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয় নি। এদিকে গ্রেপ্তারের পর ওই রেলকর্মীর কোয়ার্টারও সিল করে দেওয়া হয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ধৃত উমা শংকরকে কলকাতার সিবিআই আদালতে পেশ করা হবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে



চাকরি পাইয়ে দেওয়া, ট্রান্সফার করানো, প্রমোশনের করিয়ে দেওয়া-সহ একাধিক কাজের টোপ দিয়ে মোটা টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বিহারের পাটনা এলাকার বাসিন্দা উমাশংকর পাণ্ডে মালদার ডিআরএম অফিসের করণিক পদে থেকেও অফিস সুপারিনটেনডেন্ট-এর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মালদায় রয়েছেন উমা শংকর। যদিও কোয়াটারে তাঁর পরিবার ছিল না। সিবিআই কর্তাদের ধারণা উমা শংকর মালদা রেল কলোনি এলাকার যে কোয়াটারে রয়েছে, সেখানে ঘুষ-কাণ্ড এবং নিয়োগ দুর্নীতির অনেক তথ্য থাকতে পারে। সেগুলি যাতে লোপাট না হয়ে যায় তার জন্যই ওই কোয়াটারটিকে সিল করা হয়েছে। এদিকে পূর্ব রেলের মালদার ডিভিশনাল অফিস থেকেই রেল কর্মীর গ্রেপ্তারের ঘটনায় ডিআরএমের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বর্তমান ডিআরএমের কাজকর্মে আমরা সন্তুষ্ট নই। এই অফিসটিকে উনি ঘুঘুর বাসাতে পরিণত করেছেন। এই ডিআরএম অফিসেই একাংশের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মে অভিযোগ এর আগেও আমরা রেলমন্ত্রককে জানিয়েছিলাম। পাশাপাশি ডিআরএমের বদলির দাবিও জানানো হয়েছে। কারণ, একের পর এক অনিয়ম কাজ করছেন তিনি। গৌড় এক্সপ্রেসের মতো মালদার ঐতিহ্যবাহী ট্রেনকে এক থেকে পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রক যেভাবে মানুষের কথা ভেবে যাত্রী পরিষেবায় উদ্যোগী হয়েছে। তার ঠিক উল্টো পথে হাঁটছে মালদা ডিআরএম। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আশা করছি তার কাছ থেকে অনেক তথ্যই হয়তো আগামীতে বেরিয়ে আসবে।' এদিকে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি এই মন্তব্যকে ঘিরে মালদা ডিআরএম মণিশ কুমার গুপ্তার কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বালিগঞ্জ শাখা, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

পরিশিষ্ট - ৪ {বিধি-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১০.০৯.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে আমাদের বালিগঞ্জ শাখার ঋণগ্রহীতা **মেসার্স টিলার ব্লেড ইন্ডাস্ট্রি প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা ৪/৮ পাগলা ডাঙ্গা রোড, উদয়ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের কাছে, কলকাতা - ৭০০০১৫ (নিবন্ধিত ঠিকানা) / প্রেমিসেস নং ৭১/পি-১, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, পোঃ ও থানা - বেলেঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, কেএমসি, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০১০ (ব্যবসায়িক ঠিকানা)**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১,২১,৩৫,২০১.০০ টাকা (এক কোটি একুশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত এক টাকা)** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০২৬ সালের ২৬ নভেম্বর তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২৬.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,২৫,৬৭,১২১.০০ টাকা (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত একুশ টাকা)** এবং তার উপর সুদের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে। ''আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।''

স্বত্বাধিকারী	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ জমির পরিমাণ	দলিলের বিবরণ
মেসার্স টিলার ব্লেড ইন্ডাস্ট্রি প্রাঃ লিঃ	বন্ধককৃত সম্পদসমূহ : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি ২০০০৮৮৫৮৪৮৭১ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি ৪০০০৮৬৬০৮৮৩৮** বেলেঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, প্লট নং পি-০১, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৭১, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, ওয়ার্ড নং ০৩৪, বরো নং - ৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পোঃ ও থানা - বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০-এ অবস্থিত কমবেশি ৩ কাঠা পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল-এর ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, লিজহোল্ডার - মেসার্স টিলার ব্লেড ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড (২৬.০৬.২০২৩ তারিখের দীর্ঘমেয়াদী লিজ দলিল নং এম-৯০৪-৮৯৪৫/২০২৩ মূলে, যা অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্স ৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর কার্যালয়ে বুক - ১, ভলিউম নং ১৯০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৪২৮৮০৫ থেকে ৪২৮৮৩৫ পর্যন্ত, ২০২৩ সালের নং ১৯০৪০৮৯৪৫ হিসেবে নিবন্ধিত)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তরে** : এস্টেট সীমানা প্রাচীর, **দক্ষিণে** : ৯.১০ মিটার চওড়া এস্টেট রোড, **পূর্বে** : খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** : প্লট নং ৩।	দলিল নং আই-১৯০৪-০৮৯৪৫/২০২৩
	মজুত পণ্য এবং বুক ডেটস-এর হাইপোথিকেশন : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি ২০০০৮৭৩৬৬৪৭৫** **সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৫৪৪১২৭৪** প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির হাইপোথিকেশন : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি ২০০০৮৮৫৯২৯২০** **সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৬৬১৬৬১৬**	

তারিখ : ২৬.১১.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
এলগিন রোড শাখা, ২বি শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০২০

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি-৮(১)-এর অধীনে]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট-এর অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ০৯.০৯.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী রোহিনী চ্যাটার্জী, পিতা শ্রী সুবীর চ্যাটার্জী, ঠিকানা ৬এ/২, বনমালী ঘোষাল লেন পাড়া, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, (টিএল অ্যাকাউন্ট নং - ৮২৮৬৫০৯৯৪৩)-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২৪, ৮৬,০৮৩.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিরাশি টাকা)** পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২৫ নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২৪,৮৬,০৮৩.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিরাশি টাকা)** এবং তার উপর সুদের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে। সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮)-এর বিধানের প্রতিও ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
তফসিল যে সম্পদগুলিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো :

বন্ধককৃত সম্পদসমূহ : **সেরসাই অ্যাসেট আইডি ২০০১০৬৯৫৬১২৪, সিকিউরিটি আইডি : ৪০০১০৪৪২৯৩৮৪**	**সম্পত্তি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি**
''উত্তরায়ণ-২'' নামক উক্ত জি-৩ তলা ভবনের ২য় ফ্লোর-এ অবস্থিত কমবেশি ৮৬৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং - ২০২, যাতে রয়েছে ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন-কাম-ডাইনিং স্পেস, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা, যা মৌজা - চক গড়িয়া, জে.এল. নং ২৬, পরগনা - খাসপুর, ডি.এস.আর.ও. আলিপুর এবং এ.ডি.এস.আর.ও. শিয়ালদহ কালেক্টরেট তৌজি নং ৫৬, আর.এস. নং ৩৮ ১/২-এর অধীনে, সি.এস. খতিয়ান নং ১১ এবং ১৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১০-এর অন্তর্গত, সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং ১-এর অন্তর্ভুক্ত, থানা - পূর্বে টালিগঞ্জ, তৎপর যাদবপুর, তারপরে কসবা, তৎপর পূর্ব যাদবপুর, বর্তমানে পঞ্চসায়র, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ১৮/এ, চক গড়িয়া, ওয়ার্ড নং ১০৯ হিসেবে পরিচিত, অ্যাসেসি নং ৩১১৯০৩৭৬৩১০ মূলে, যার ডাক ঠিকানা বাঘাযতীন পার্ক, পোঃ - পঞ্চসায়র, কলকাতা ৭০০০৯৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল নং - আই-১৯০৪০৪৬৬৭/২০২৬**	**সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : প্রেমিসেস নং ২০, চক গড়িয়া-র অংশবিশেষ দ্বারা, দক্ষিণে : ২০'-০'' চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা দ্বারা, **পূর্বে** : পিয়ারলেস হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর দ্বারা, **পশ্চিমে** : তানিয়া কর্মকারের জমি দ্বারা, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে** : খোলা আকাশ, **দক্ষিণে** : অন্যদের ফ্ল্যাট নং ২০১, **পূর্বে** : প্রবেশপথ, সিঁড়ি, লিফট, **পশ্চিমে** : খোলা আকাশ।

তারিখ : ২৫.১১.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ - ইস্ট
১, শেক্সপিয়র সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-৬৬২৭২০৩৫

প্রাইভেট ট্রিটির অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৬ই নভেম্বর, ২০২০ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যা পরবর্তীতে ০১-জানুয়ারি-২০২১ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যাতে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারগণকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সুদ সহ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদারগণ নিম্নে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর নিকট বন্ধক রাখা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পদগুলি, যার বাস্তবিক দখল ২০২৫ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধিমালার অধীনে ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য নিম্নে উল্লিখিত উপায়ে দরপত্র/ বিড আহ্বানের মাধ্যমে আগামী ১৫.১২.২০২৬ তারিখে প্রাইভেট ট্রিটির অধীনে "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ / বন্ধকদাতাগণের নাম	জামানতের বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ
১. রাজপ্রতিম এজেন্সিস প্রাঃ লিঃ (বর্তমানে অবসায়নাধীন) ২. শ্রী পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী ৩. শ্রীমতী সংযুক্তা ভট্টাচার্য ৪. শ্রীমতী রাজশ্রী ব্যানার্জী	কমবেশি ৪ কাঠা ৮ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমাপের জমি তৎসহ গ্রাউন্ড প্লাস ৩ তলা ভবন, যার অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ১ম থেকে ৩য় ফ্লোরে ৪৩৫ বর্গমিটার বা সমতুল্য ৪৬৮২.৪২৭ বর্গফুট ফ্লোর এরিয়া রয়েছে এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১৪০ বর্গমিটার বা সমতুল্য ১৫০৬.৯১ বর্গফুট এলাকা বিশিষ্ট একটি খোলা গ্যারেজ স্পেস সহ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৯৪, থানা - যাদবপুর, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৩-এর অন্তর্গত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মালিক অনুমোদিত নকশা ও খোলা জায়গা অনুযায়ী রাজপ্রতিম এজেন্সিস প্রাঃ লিঃ (বর্তমানে অবসায়নাধীন) এবং যাহা নিম্নরূপভাবে **পরিবেষ্টিত ও চৌহদ্দিযুক্ত: পূর্বে:** প্রেমিসেস নং ৪৯/৮৮ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, কলকাতা -৭০০০৩৩ দ্বারা, **পশ্চিমে:** প্রেমিসেস নং ৪৯/৬৮ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, কলকাতা -৭০০০৩৩ দ্বারা, **দক্ষিণে:** প্রেমিসেস নং ৪৯/৯০বি প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, কলকাতা ৭০০০৩৩ দ্বারা (আংশিকভাবে খোলা রাস্তা), **উত্তরে:** কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের জমি দ্বারা (আংশিকভাবে খোলা রাস্তা)।	**১০,৩৯,২৪,১৬৬.৯১ টাকা** (দশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত ছেষট্টি টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) ২৪-আগস্ট-২০২০ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থ (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০-এপ্রিল-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) তৎসহ ০১-মে-২০২০ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।
		সংরক্ষিত মূল্য: ৪,২২,০০,০০০/- টাকা (চার কোটি বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র)
		বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) - ৪২,২০,০০০/- টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)
		প্রাইভেট ট্রিটির তারিখ: ১৫.১২.২০২৬;

ই-অকশন বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী
প্রাইভেট ট্রিটির অধীনে বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট **www.axis.bank.in** লিঙ্কে উপলব্ধ রয়েছে।

তারিখ: ২৮.১১.২০২৬ স্থান: কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

এসবিআই এইচএলসি বিধান নগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ই-মেল: sbi.15342@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং:- ৪৩৫৫০৩৮৭৭৭৩ (এইচবিএল) এবং ৪৩৫৫০৩৮৮০০৭ (সুরক্ষা)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং)-এর অধীনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগরের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২১.০৯.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **(১) সেখ আলাউদ্দিন হোসেন (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: সেখ আকবর হোসেন, **ঠিকানা (১):** সন্তোষপুর খান পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, মহেশতলা (মিউনিসিপ্যালিটি), সন্তোষপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঠিকানা (২): ইস্টার্ন উডস, ফ্ল্যাট ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম দিক, প্রেমিসেস ১২৪৬ কালিকাপুর, পূর্বালোক, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯, পশ্চিমবঙ্গ এবং **(২) জোনাকি সান্যাল (ঋণগ্রহীতা),** পিতা: বিজন কুমার সান্যাল, **ঠিকানা (১):** ৭৮/২/১৮, বীরেন রায় রোড পশ্চিম, ভিটিসি এবং পোঃ - সরশুনা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬১ এবং **ঠিকানা (২):** ইস্টার্ন উডস, ফ্ল্যাট ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম দিক, প্রেমিসেস ১২৪৬ কালিকাপুর, পূর্বালোক, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৯, পশ্চিমবঙ্গ-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৭৩,৬৯,০৯৭.০০ টাকা (তিয়াত্তর লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতানব্বই টাকা মাত্র)** তৎসহ হালনাগাদ অর্জিত সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ও খরচ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২৬শে নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **২১.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৭৩,৬৯,০৯৭.০০ টাকা (তিয়াত্তর লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতানব্বই টাকা মাত্র)** তৎসহ হালনাগাদ অর্জিত সুদ এবং আরও হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং ১-৯০৯, তারিখ- ০৪.০২.২০২৫, বুক - ১, ভলিউম নং - ১৯০১-২০২৫, পৃষ্ঠা ২৯৪৬৭ থেকে ২৯৪৯৯ পর্যন্ত নিবন্ধিত, **২০২৫ সালের নং - ১৯০১০০৯০৯,** এস.এ.আর.এ. - ১-কলকাতা।
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা-র অন্তর্গত, শিয়ালদহ এডিএসআর অফিসের অধীনে, থানা - পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৯৯, পূর্বালোক, কালিকাপুর, অ্যাসেসি নং: ৩১১০৯০৬৫৮৯৫৯, কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ১২৪৬, কালিকাপুর হিসেবে পরিচিত ও সংখ্যাযুক্ত, ওয়ার্ড নং ১০৯-এর অধীনে, জে.এল. নং ২০, পরগনা - খাসপুর, মৌজা - কালিকাপুর-এ খতিয়ান নং ৩৫৪ এবং ৩৬০-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ৩৫৬/৪০৬-এর অন্তর্গত স্কিম প্লট নং পি-৩ রূপে কমবেশি **১৬ কাঠা ০৯ ছটাক ৩০ বর্গফুট** পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যে জমির উপর বর্তমানে **"ইস্টার্ন উডস"** নামক একটি (জি+সাত) তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন দণ্ডায়মান রয়েছে, **যা নিম্নরূপভাবে পরিবেষ্টিত ও চৌহদ্দিযুক্ত: উত্তরে :-** ২৩ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। **দক্ষিণে :-** আংশিকভাবে ফাঁকা প্লট নং ৩২৪, কালিকাপুর এবং আংশিকভাবে ৬.০৯৭ মিটার চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা, **পূর্বে :-** কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৬৭৫, কালিকাপুর-এর জি+৪ তলা ভবন; **পশ্চিমে :-** ৬.৭ মিটার চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা।

তফসিল 'খ'

উক্ত **"ইস্টার্ন উডস"** নামক ভবনের ৪র্থ ফ্লোর-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং **৪সি** রূপে প্রায় **১৫৮৫ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এলাকা, **১১০২ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা পরিমাপের, ভিট্রিফায়েড টাইলস মেঝে এবং লিফট সুবিধাযুক্ত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যাতে রয়েছে ৩ (তিন) টি বেডরুম, ১ (এক) টি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, শৌচাগার সহ ২ (দুই) টি বাথরুম, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ২ (দুই) টি বারান্দা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি **১০০ বর্গফুট** পরিমাপের সিমেন্টের মেঝেযুক্ত একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস, তৎসহ উপরে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত সমগ্র সম্পত্তির অধীনে জমি এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাদির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ এবং গেট ব্

‘ইউরোপে আঘাত হানার মতো ক্ষেপণাস্ত্র আছে ইরানের’

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর: ইরানের কাছে ইউরোপে আঘাত হানার মতো দূরপাল্লার শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা, পশ্চিমে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে সেখানে ‘পরমাণু ধ্বংসযজ্ঞ’ ঘটে যেতে পারে। শুক্রবার ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো রিসর্ট থেকে মার্কিন সেনার সদস্যদের সঙ্গে ফোনালাপের সময় একটি প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘ইউরোপকে নিশানা করার ক্ষমতা অর্জন করলেও ইরান এখনও আমেরিকায় আঘাত হানার জায়গায় পৌঁছোতে পারেনি।’ এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘আমেরিকা এখন পশ্চিম এশিয়া থেকে তেল নয়, শান্তি চাইছে।’

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা না ফিরলে ইরান পরবর্তী সময়ে ইজরায়েল এবং ওই অঞ্চলে আমেরিকার অন্য সামরিক সহযোগীদের উপর পরমাণু হামলা চালাতে পারে জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এমন পরিস্থিতিতে সেখানে পরমাণু ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে যেতে পারে।’ কিন্তু সেই সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য, ‘তবে ইরানের কাছে এখনও কোনও পরমাণু অস্ত্র থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং দেশটি পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তিতে (এনপিটি) স্বাক্ষরকারী।’

ভদোদরায় অস্ত্র-সহ ধৃত জইশ জঙ্গি

বায়ুসেনাঘাঁটিতে হামলার ছক

আমদাবাদ, ২৭ নভেম্বর: গুজরাতের ভদোদরা বাসস্ট্যান্ডের কাছ থেকে সন্দেহভাজন এক জইশ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল রাজ্যের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। তার কাছ থেকে একটি একে ৪৭ রাইফেল, ২৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সরাসরি যাত্রা এড়াতে অসম হয়ে ঘুরপথে গুজরাতে গিয়েছিলো ওই জঙ্গি। ধৃতের নাম মহম্মদ সাহারুল ইসলাম। সে অসমের বাসিন্দা। উল্লেখ্য, গত জুলাইয়েই জইশের আট জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাত এটিএস।



তদন্তকারী সূত্রের খবর, গত এক বছর ধরে জইশ জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলো সাহারুল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা গত ছ’মাস ধরে তার গতিবিধির উপর নজরদারি চালাচ্ছিল। গত ২৩ নভেম্বর গোয়েন্দারা খবর পান ওই জইশ জঙ্গি গুজরাতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয় সে রাজ্যের এটিএস-কে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তার গতিবিধি যাতে সহজে নজরে না পড়ে, তাই অসম থেকে সরাসরি না এসে বাস, ট্রেনে ঘুরপথে ভদোদরায় যায়। তদন্তকারীরা এটাও জানতে পেরেছেন, এটা প্রথম নয়, এর আগেও গুজরাতে এসেছিলো সাহারুল। সেই সময় ভদোদরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেকি করে। তার মধ্যে বায়ুসেনাঘাঁটিও ছিল।

এটিএস সূত্রে খবর, ভদোদরায় বায়ুসেনাঘাঁটিতে হামলার ছক ছিল ওই জঙ্গির। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়েই নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। তার পরই গ্রেপ্তার হলো ওই জইশ জঙ্গি। তার ফোনে ভদোদরার বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল জায়গার ছবি উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পাক হ্যান্ডলারের নির্দেশমতো কাজ করছিলো। হামলা চালিয়ে পাকিস্তানে পালানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃত জঙ্গির।

মুনাফা তুলে নিতেই প্রায় হাজার পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর: ছুটতে ছুটতে ৮৪,০০০-এ উঠেই ছন্দপতন। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেনসেক্স! নিফটি ৫০-এর অবস্থাও তথৈবচ। এক শতাংশের বেশি নেমেছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) এই শেয়ার সূচক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও শেয়ারবাজার মোটের উপর স্থিতিশীল রয়েছে বলেই মনে করছেন আর্থিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

শুক্রবার, ৯৮৯.৩৪ পয়েন্ট হ্রাস পায় সেনসেক্স। ফলে, ৮৩,৩৩৯.২৬ পয়েন্টে নেমে এসেছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) এই সূচক। শতাংশের নিরিখে এতে পতনের অঙ্ক ১.১৭। অন্য দিকে, এ দিন ২৭৭.৩০ পয়েন্ট কমে থামে নিফটি ৫০, যা ১.০৭ শতাংশ। বর্তমানে ২৫,৬০৭.২০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে এনএসই-এর সংশ্লিষ্ট সূচক।

অবশ্য, সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ এবং নিফটি মিডক্যাপ ১০০-এ প্রায় ০.৯ শতাংশ এবং ০.৮ শতাংশের বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। আর তাই, মোটের উপর বাজারকে ‘স্থিতিশীল’ তকমা দিয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। এ দিন অবশ্য হু-হু করে নেমেছে তথ্যপ্রযুক্তি, দ্রুত বিক্রয়ের ভোগ্যপণ্য, তেল ও গ্যাস এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের দর।

গত কয়েক দিন ধরে বাজার টানা ঊর্ধ্বমুখী থাকায় শুক্রবার মুনাফা তুলে নেন লগ্নিকারীদের একাংশ। আর তাই, বিএসই ও এনএসই খুলতেই লাগাতার স্টক বিক্রি করতে দেখা যায় তাঁদের। অন্য দিকে, বিশ্ব বাজারে ফের পাঁচ শতাংশ বেড়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম। বর্তমানে ব্যারেল প্রতি ব্রেন্ট ক্রুড ৯৮ ডলারে চলে এসেছে। এ দিন তার প্রভাবও পড়েছে ভারতীয় বাজারে।



পোখরানে ‘ভার্গবাস্ত্র’-র সফল পরীক্ষা

জয়পুর, ২৭ নভেম্বর: শত্রুর ড্রোনের ঝাঁক রুখে দিতে ভারতীয় সেনার হাতে আসছে নয়া অস্ত্র। মাঝ আকাশে ড্রোন নিষ্ক্রিয় করতে পোখরানে সফল পরীক্ষা হল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক কাউন্টার-সোয়ার্ম ড্রোন সিস্টেম ভার্গবাস্ত্রের। সফল পরীক্ষার পর শীঘ্রই এই প্রযুক্তি সেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আধুনিক যুদ্ধে শত্রুকে কাবু করতে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে ভার্গবাস্ত্র।

ভারতীয় সেনার চাহিদা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ‘মেক-২’ প্রকল্পের অধীনে এই সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্পের সময়সীমা ৩১ মার্চ, ২০২৭। এরপর প্রোটোটাইপ ডেমোনস্ট্রেশন করা হবে বলে জানিয়েছে এসডিএএল।বিস্তর বিশিষ্ট এই সিস্টেমে রয়েছে ৬৪টি টিউব এয়ার ডিফেন্স রকেট লঞ্চার। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ৬৪টি গাইডেড মাইক্রো-মিসাইল, যাতে রয়েছে অটোনোমাস গাইডেন্স ও ইনফ্রারেড সিকার। যা নিখুঁতভাবে হামলা চালাতে সক্ষম। শত্রু ড্রোন শনাক্ত করতে রয়েছে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জের রাডার, আরএফ ডিটেক্টর ও ইলেকট্রো-অপটিক্যাল/ইনফ্রারেড সেন্সর। যার সাহায্যে ড্রোন খুঁজে ট্র্যাক করে, তারপর কমান্ড সেন্টার থেকে ফায়ার করে। সোলার ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যারোস্পেস লিমিটেড (এসডিএএল) জানিয়েছে, গত ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর রাজস্থানের পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে এর পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষায় আসল ড্রোনের-ঝাঁককে লক্ষ্য করে একাধিক রকেট ও গাইডেড মাইক্রো-মিসাইল ছোড়া হয়। সবক’টি ওয়ারহেড নির্ধারিত লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে বলে দাবি সংস্থার। জানা যাচ্ছে, ভার্গবাস্ত্র একসঙ্গে শত্রুর বহু ড্রোন শনাক্ত, ধাওয়া ও ধ্বংস করতে সক্ষম। একসঙ্গে অনেক ড্রোন এলে তা সামাল দিতে সাধারণ এয়ার ডিফেন্স হিমশিম খায়।

ইরানে গ্রেপ্তার অস্কার-মনোনীত চিত্রনাট্যকার

তেহরান, ২৭ নভেম্বর: ইরানের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও অস্কারের জন্য মনোনীত চিত্রনাট্যকার মেহেদি মাহমুদিয়ানকে তেহরানে তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর এক বন্ধু সংবাদ সংস্থা এপি-কে এই তথ্য জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, প্রতিবাদীদের প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদের ‘অপরাধে’ই এই গ্রেপ্তারি।

উল্লেখ্য, নীতিপুলিশের হাতে ২২ বছরের মাহসা আমিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। অভিযোগ ছিল, তিনি সঠিকভাবে হিজাব পরেননি। কয়েক মাস ধরে চলা এই বিক্ষোভ দমনের প্রক্রিয়ায় শত শত মানুষ মারা যান। হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়। আর এই বিষয়েই মাহমুদিয়ান তাঁর টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়েছিলেন, ওই প্রতিবাদের ঘটনায় কারাবন্দি দুই বিক্ষোভকারীকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে। তিনি যে মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, সেই ‘ইরান হিউম্যান রাইটস’ নামের সংগঠনটি জানিয়েছে, আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় সৃষ্ট বিক্ষোভের জেরে অন্তত ১৫ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-10/2026-27, Sl. 1, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-11/2026-27, Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-12/2026-27, Sl. 1, Date-26.11.2026. Bid Submission Start Date : **27.11.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **05.12.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **07.12.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

ময়দান
১১০ রানে ৪ উইকেট থেকে ২৪৬-এ ৫!

ভারতকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ব্লান্ডেল-ফিলিপসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিনেই পাঁচ উইকেট তুলে নিয়েছে ভারত। অথচ দিনের শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল না শুভমন গিলের দল। ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে ব্যাট হাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় তাদের স্কোর পাঁচ উইকেটে ২৪৬ রান। শুরুতে ভারতীয় বোলাররা পিছিয়ে পড়লেও দ্বিতীয় সেশনে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটে। কিন্তু শেষ সেশনে আবারও ঘুরে দাঁড়ায় কিউয়িরা। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, বল যখন পিচে ঘুরতে শুরু করেছে, তখন রবীন্দ্র জাদেজাকে কি দলে রাখা উচিত ছিল না?

টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। কিন্তু নতুন বলে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। প্রথম উইকেটে ৭৭ রান যোগ করেন নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার। অধিনায়ক টম লাথাম ৫৯ রানের ইনিংস খেলে আকাশ দীপের শিকার হন। সেই উইকেট থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করে ভারত। এরপর একের পর এক ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং।

ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে দেন অভিষেককারী গুরনুর ব্রার। হেনরি নিকোলসের উইকেট তুলে নেন অংশুল কম্বোজ। আকাশ দীপের বলে আউট হন রাচিন রবীন্দ্র। মাত্র ১১০ রানের মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় কিউয়িরা। একটা সময় মনে হচ্ছিল, প্রথম ইনিংসে বড় রান তোলা কঠিন হবে তাদের পক্ষে।

কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন ড্যারিল মিচেল ও টম ব্লান্ডেল। পঞ্চম উইকেটে ৭৪ রান যোগ করেন তাঁরা। ৩১ রান করে মিচেল আউট হলেও নিজের উইকেট ধরে রাখেন ব্লান্ডেল। দিনের শেষে ৫৩ রানে অপরাজিত তিনি। অন্যদিকে, গ্লেন ফিলিপসও ৩৬ রান করে ক্রিজে রয়েছেন। শেষ সেশনে মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে রান বাড়িয়েছে নিউজিল্যান্ড।

সিআরসিতে চন্দন রায় চৌধুরীর উদ্যোগ

ছয় দেশের রোয়িং তারকাদের মিলনমেলা কলকাতায়



নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক রোয়িংয়ের মানচিত্রে কলকাতার গুরুত্ব বাড়াতে ১ থেকে ৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন কলকাতা রোয়িং ক্লাবে বসছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডশিপ রেগাট্টা। ক্লাবের সম্পাদক চন্দন রায় চৌধুরীর উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন ছয় দেশের শতাধিক পুরুষ ও মহিলা প্রতিনিধি। রেগাট্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা ক্লাবের সহ-সভাপতি গিরি চতুর্বেদী জানিয়েছেন, অংশ নেবে যুক্তরাজ্য, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া এবং হংকং ও চীন। সম্পাদক শুভজিৎ ঘোষ জানান, ওপেন, মাস্টার্স ও সুপার মাস্টার্স;তিন বিভাগে চার ধরনের প্রতিযোগিতা হবে। এবারের থিম ‘পাওয়ার অফ ফ্রেন্ডশিপ’। উদ্বোধনে থাকবেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডা. ইন্দ্রনীল খান। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লব কুমার দত্ত ও দীপঙ্কর ঘোষ।

KIRTIPUR-II No. GRAM PANCHAYAT
BARASAT-II PANCHAYAT SAMITY
VILL-KHARIBARI, P.O- KAMDUNI, P.S-RAJARHAT, DIST- NORTH 24 PARAGANS
NIT has been invited by the Kirtipur-II Gram panchayat under Barasat-II Panchayat Samity, North 24 parganas vide **NIT No. 458/KIRTI-II /2026-27, Fund 15th FC(Untied) & NIT No. 459/KIRTI-II /2026-27, Fund 15th FC (Tied)** both dated 27.11.2026. Last date of bid submission for both NIT is **05.12.2026 up to 15.30 hrs**. For other information please follow the website **http://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Kirtipur-II Gram Panchayat

For Sale/e-Auction: Old, used, damaged & unserviceable BHEL-make 80 MVA, 132 KV/34.5 KV, 3-Ph Power Transformer along with accessories (without Transformer Oil) -- 01 Lot and 30 KL old & used Transformer Oil (without drums) -- 01 Lot, lying at Putki Sub-Station, GOMD-IV, DVC, Putki, Dhanbad, Jharkhand-828116. Contact Person for Physical Inspection - Mr. Krishna Bihari Prasad, Mob -9934554401. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 07.12.2026 & Date of E-auction- 08.12.2026 (3:00 PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On ‘As Is Where Is’, ‘Whatever There Is’ And ‘No Complaint’ Basis).
For More details
www.salvagemanagers.com/
support@salvagemanagers.com.

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of 3 (Three) nos of work. **NIT No.: JGP/675/2026, Dated: 27/11/2026,** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

e-Tender Notice
Notice Inviting e-Tender by the undersigned vide **eNIT. No-01/ PGP/2026-2027,** last Date and Time of Online bid Submission **03/12/2026 up to 06:00 pm.** For further details following site may be visited website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on working days.
Sd/- Executive Assistant
Patkeldanga Gram Panchayat, Sagardighi, Msd.

OFFICE OF THE
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
NABAGRAM, MURSHIDABAD
13/B.D.O./VBGRAMG & SBMG / NABAGRAM/2026-27
Block Development Officer, Nabagram Development Block invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for for mentioned work. Website- **htpp://wbtenders.gov.in.** Tender **Id: 2026_ZPHD_ 5090409_1 to 13 for NIET. 13/B.D.O./ VBGRAMG & SBMG/NABAGRAM/ 2026-27, Dt. 27/11/2026**. Details information is available at the website and office of the undersigned on any working days.
Date: 27/11/2026
Place Nabagram
Sd/- Block Development Officer
Nabagram Development Block

RAJNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill + Post - Rajnagar, Dist-Birbhum
Rajnagar G.P. invites e-Tender for 15th CFC fund (NIT-01) for the F.Y:- 2025-26. Contact Rajnagar G.P. Visit - https://tenders.wb.gov.in within 04.12.2026 before 05.00 p.m.
Sd/-Prodhan
Rajnagar GP

Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math
Notice for E-Tender with Ref. No. Publishing Date: 28-11-2026
(1) College DG Shed Extension (Tender Ref. ID.: RKMSM/e-Tender/142/70/26-27)
(2) Hostel DG Shed Extension, Repairing & Paint (Tender Ref. ID.: RKMSM/e-Tender/142/71/26-27)
Visit on: https://tenders.wb.gov.in

NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender Notice no-WB/S24 PGS/ KDP/NIT (e)-05/2026-27 (2ND CALL). Tender ID: 2026_ZPHD_5090646_1 TO 13, Fund-PBSSM e-Tender Notice no-WB/S24PGS/KDP/NIT (e)-06/2026-27 (2ND CALL) Tender ID: 2026_ZPHD_5090796_1 to 3, Fund- PBSSM e-Tender Notice no-WB/S24PGS/KDP/ NIT (e)-08/2026-27 Tender ID: 2026_ZPHD 5090847_1 to 2, Fund- 15th F.C e-Tender Notice no -WB/S24PGS/ KDP/NIT(e)-09/2026-27 Tender ID: 2026_ZPHD_5090865_1, Fund-MPLAD. Look for detail you may visit and office notice board & https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app
Sd/-
Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিএসটিই (কো)/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি যা দুপুর ১২.০০টায় খোলা হবে। **ক্রমিক নং. ১ ঃ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এসটি-ওটি-এনএমপি- ক্লিংকার- সাইডিং। কাজের বিবরণ ঃ** কাজের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকম সংক্রান্ত অংশ (ক) এনএমপি রেল ইয়ার্ডের ১৮ নম্বর লাইন এবং নতুন ক্লিংকার সাইডিং-এর মধ্যে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণ এবং প্রস্তাবিত তৃতীয় লাইন ও পিএল রাজা লাইনের মধ্যে একটি ক্রসওভার স্থাপন। (খ) এনএমপি ক্লাসিফিকেশন ইয়ার্ডের ৬ ও ৭ নম্বর লাইনের মধ্যে ৪টি নতুন লাইন নির্মাণ। **টেন্ডারের মূল্য (টাঃ) ঃ** ১৩,০২,৫০,০৯১.৬৯/-। **বায়নাজমা রাশি (টাঃ)ঃ** ২৬,০৫,০০০.০০/-। **ক্রমিক নং. ২ ঃ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসটি-ওটি-এলএইচএস- এইচডব্লুএইচ-ডিইউএএন-২০২৬। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া থেকে দুয়ান শাখায় যেখানে ১৩০ কিমি/ঘণ্টা বা তারও বেশি গতিতে ট্রেন চলাচল করে, সেখানে সাবওয়ে নির্মাণের সাথে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সিগন্যাল ও টেলিকম-এর কাজ। **টেন্ডারের মূল্য (টাঃ) ঃ** ৩,৫৫,২২,৫৬০.৭১/-। **বায়নাজমা রাশি (টাঃ) ঃ** ৭,১০,৫০০.০০/-। **টেন্ডারনথির মূল্য ঃ** ক্রমিক নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য শূন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ক্রমিক নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ২১.১২.২০২৬ তারিখ। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রমিক নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য ১২ মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ২১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতাগণ টেন্ডার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের দর জমা করবেন। এই কাজের জন্য কোনোভাবেই হাতে জমা করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-1057)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NIT(E)/NOVEMBER-01/ELECT.DEPTT./CCTV CAMERA/2026-27
MEMO NO.:1777/MC-11
DATE: 27/11/2026
Online Tenders are invited by the Executive Officer on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the following listed works from eligible and resourceful Companies/Firms/ Contractors having sufficient credential and financial capability for execution of works as depicted hereunder for participating in the tender. **Name of work:** Supply, Installation, Testing & Commissioning of 28 Numbers CCTV Camera at different location under Ward no. 1, 3, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 & 30 under the jurisdiction of Naihati Municipality.(One year warranty for all camera and including all taxes and carrying forwarding charges). Bid submission start date & time (online) **27.11.2026 after 15:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online) **16.12.2026 after 16:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online) **14.12.2026 after 16:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখঃ ২৫.১১.২০২৬। নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং. (১) টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২১৯-২৬-২৭; কাজের নামঃ** কৃষ্ণনগর সিটি, শান্তিপুর ও গেদে-তে রানিং রুমের নতুন ভবন নির্মাণ এবং মহিলাদের জন্য কক্ষসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৩,২০,৬১,২৭৬.৬৮; **ইএমডিঃ** ₹ ৬,৪১,২০০.০০; **ক্রম নং. (২) টেন্ডার নং.ঃ টিএন-২২১-২৬-২৭; কাজের নামঃ** ডিইএন/III/ শিয়ালদহ শাখার এলএইচএস/আরইউবি-তে মোট ১৩টি স্যাক্রিফিসিয়াল হাইট গেজ স্থাপনসহ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২,২০,৭৯,৪৩৪.১৩; **ইএমডিঃ** ₹ ৪,৪১,৬০০.০০ **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্রম নং. ১-এর জন্য ১৮.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায় এবং ক্রম নং. ২-এর জন্য ২১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ক্রম নং. ১-এর জন্য ১২ (বারো) মাস এবং ক্রম নং. ২-এর জন্য (০৯) নয় মাস। টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য টেন্ডার জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জমা দেওয়া টেন্ডার সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে ক্রম নং. ১-এর জন্য এবং ২১.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে ক্রম নং. ২-এর জন্য।
SDAH-323/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
চিফ সিগন্যাল প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনের টালেলে রেল সিট ও তার চারপাশের কংক্রিট বেড শক্তিশালীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৭৬,৩৬,৮৪০.৯৩, **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৫২,৭০০, **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস, **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১২.২০২৬, বেলা ১২টা। টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। কোনো সংশোধনী থাকলে তা শুধুমাত্র উক্ত ওয়েবসাইটেই আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং সিভিল-২৬১০-২০২৬ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
MALIBARI-I GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK
KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: gpmalibaril@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 02/VBGRAMG/2026-27 Dated:-26/11/2026.** The last date for online submission of tender is **12/12/2026 (Saturday); up to 14:00 Hours**. Fordetails please visit website **https://tenders. wb.gov.in/ nicgep/app**
Sd/- (E.A in Charge, Malibari-I G.P.)

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no:
(1) BGP/TEN/15th FC/Untied/04/2026-27 Dated : 27.11.2026
(2) BGP/TEN/ 15th FC/Tied/05/2026-27 Dated : 27.11.2026
at different place within at BURUL GRAM PANCHAYAT under Budge Budge-II Block, South 24pgs WB. Last date for the online receipt of Tender is: 08.12.2026 at 18.00 PM and open on 11.12.2026 at 10.00 AM. Detail will be available at the website: **http://wbtenders.gov.in/**
Sd/- **Prodhan**
Burul Gram Panchayat
Burul, P.S- Nodakhali, 24 Pgs. (South)

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 54/LF/PWD/T/26-27, Dated 27.11.2026.
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Furniture. Last date of submission of tender: **05/12/2026 up to 4.00 p.m.** The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 12/26-27/LF/T Dated. 27/11/2026
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **05/12/2026 upto 4.00 p.m.** The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Quotation
e-NIQ No. 07 of 2026-27 (2nd Call) (2026_WBPWD_5089892_1)
E.E., NH Division-V, P.W.(Roads) Directorate invites online tender for Consultancy Services for Health Check-up of Gaighata Jamuna Bridge over the Jamuna River at Km 37.127 of NH-112 (Old NH-35), under NH Division No.-V, P.W. (Roads) Directorate, in the District of North 24 Parganas, during the year 2026-2027, including recommendations for retrofitting; conducting and/or verifying necessary destructive and non-destructive tests in accordance with the approved Standard Guidelines for Retrofitting of Bridges recommended by IRC and MoRTH; and preparation of documentation, certification and reports on remedial measures, including preparation of Detailed Project Reports (DPRs) for repair and rehabilitation of



একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

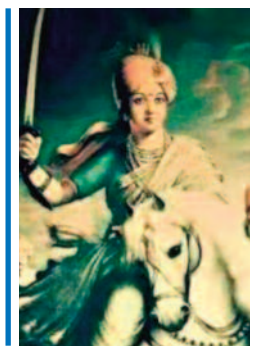

ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার মুকুটে নতুন পালক, ‘টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬’ তালিকায় কলকাতার নীনা গুপ্তা

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

গণিতের জগতের একটি জটিল ধাঁধা, যে ধাঁধার উত্তর খুঁজতে প্রায় সাত দশক ধরে হিমশিম খেয়েছেন বিশ্বের বড় বড় গণিতবিদরাও, সেই ধাঁধার রহস্যের কিনারায় পৌঁছে গেলেন কলকাতার নীনা গুপ্তা। আন্তর্জাতিক স্তরে আগেই নজির গড়েছিলেন কলকাতার এই কন্যা। এবার তাঁর মুকুটে যুক্ত হলো আরও একটি অনন্য আন্তর্জাতিক পালক। বিশ্বখ্যাত ‘টাইম’ ম্যাগাজিনের প্রথমবারের মতো প্রকাশিত ‘ টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬’ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের

এই অধ্যাপক। ১৯ নভেম্বর ২০২৬-এ প্রকাশিত এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় ‘স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান উদ্ভাবক’ (Healtþh and Science Innovþatþors) বিভাগে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। নীনা গুপ্তার এই স্বীকৃতি কেবল তাঁর ব্যক্তিগত মেধা ও অধ্যবসায়ের জয় নয়, বরং বিশ্বদরবারে ভারতীয় মৌলিক বিজ্ঞান ও গণিত গবেষণার এক ঐতিহাসিক অর্জনও।

আমেরিকার বাইরে এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সংস্করণ হিসেবে ‘টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬’ তালিকা প্রকাশ করেছে টাইম ম্যাগাজিন। যে সমস্ত উদীয়মান নেতৃত্ব ও প্রতিভা তাঁদের কাজ, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছেন, তাঁদেরই এই তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। শিল্প, বিনোদন, ব্যবসা, প্রযুক্তি, ক্রীড়া, সমাজসেবা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত ১০০ জন ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণিত গবেষণার প্রতিনিধি হিসেবে উজ্জ্বল উপস্থিতি নীনা গুপ্তার উপস্থিতি রয়েছে সেখানে। আগামী ডিসেম্বর মাসে মুম্বইয়ে আয়োজিত বিশেষ একটি অনুষ্ঠানে এই তালিকাভুক্ত কৃতীদের সংবর্ধিত করা হবে।

অধ্যাপক নীনা গুপ্তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র হলো কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রা (Commutative Algebra) এবং অ্যাফাইন অ্যালজেব্রিক জিওমেট্রি (Affine Algebraic Geometri) বা বীজগাণিতিক জ্যামিতি। ২০১৪ সালে তিনি ১৯৪৯ সালে প্রখ্যাত গণিতবিদ অস্কার জারিস্কির উত্থাপিত ‘জারিস্কি ক্যানসেলেশন প্রবলেম’ (Zariski Cancellation Problem)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণের সমাধান করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে এই সমস্যাটিকে একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরুন, আপনার কাছে দুটি জ্যামিতিক বা বীজগাণিতিক কাঠামো রয়েছে। এখন ওই দুটি কাঠামোর প্রতিটির সঙ্গেই যদি একটি করে অতিরিক্ত মাত্রা (Dimension) বা চলক (Variable) যুক্ত করা হয় এবং দেখা যায় যে নতুন তৈরি হওয়া কাঠামো দুটি দেখতে বা বৈশিষ্ট্যে হুবহু এক, তবে কি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে শুরুর মূল কাঠামো দুটিও একেবারে এক ছিল? সাধারণ যুক্তিতে মনে হতে পারে, সমান কিছুর সঙ্গে সমান কিছু যোগ করলে যেহেতু ফল এক হচ্ছে, তাই মূল বস্তু দুটিও নিশ্চয়ই এক ছিল। গণিতের ভাষায় একে ‘ক্যানসেলেশন’ বা বাতিলকরণ ধর্ম বলা হয়।

দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর ধরে বিশ্বের গণিতবিদরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন। এক ও দুই মাত্রার (Dimension) ক্ষেত্রে এই ধারণাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু তিন বা তার বেশি মাত্রার ক্ষেত্রেও কি এটি সত্য? নীনা গুপ্তা অসাধারণ গাণিতিক দক্ষতায় একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ বা ‘কাউন্টার-এক্সাম্পল’ (Counterexample) উপস্থাপন করে প্রমাণ করেন যে, ধনাত্মক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্ষেত্রের (Positive Characteristic) ক্ষেত্রে তিন বা ততোধিক মাত্রায় এই ধারণাটি সবসময় সত্য নয়। অর্থাৎ, অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করার পর দুটি কাঠামো অভিন্ন মনে হলেও, তাদের মূল কাঠামো ভিন্ন হতে পারে। তার এই যুগান্তকারী গবেষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক গণিত মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাকে বিশ্বের প্রথম সারির বীজগণিতবিদদের আসনে বসিয়ে দেয়।

১৯৮৪ সালের ২৪ নভেম্বর গুজরাতে জন্মগ্রহণ করেন নীনা গুপ্তা। দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনা। পরে বাবার সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। ডানলপের খালসা হাইস্কুলের প্রাক্তনী নীনা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অঙ্কের পোকা।

তাঁর এই সাফল্যের বীজটি রোপিত হয়েছিল কলকাতার মধ্যবিত্ত এক পরিবারের অত্যন্ত সাধারণ এক পরিবেশে। ছোটবেলা থেকেই অঙ্কের ধাঁধা সমাধান করা এবং সংখ্যার জগতের রহস্য খোঁজা ছিল নীনা গুপ্তার প্রিয় নেশা। তাঁর বাবা-মা দুজনেরই গণিতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশেষ করে তাঁর মা গণিত চর্চাকে কেবল পাঠ্যবইয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি আনন্দদায়ক শখ বা ‘হবি’ হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিলেন। মায়ের সেই উৎসাহ ও সমর্থনই ছোট্ট নীনার মনে প্রশ্ন করার সাহস জুগিয়েছিল। প্রচলিত নিয়ম বা সূত্রকে অন্ধভাবে মেনে না নিয়ে ‘কেন এমন হয়’;এই অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাই পরবর্তীকালে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তি দেয়।

কলকাতার খ্যাতনামা বেথুন কলেজ (Bethune College) থেকে ২০০৬ সালে গণিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন নীনা। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে (ISI)। এখানেই তিনি বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাননি। তাঁর ভাষায়, ‘গণিত তাঁর সবকিছু, তাঁর ঈশ্বর হয়ে উঠেছিল!’



আন্তর্জাতিক স্তরের এই স্বীকৃতি বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ গবেষকদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তা হলো, বড় কোনো বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক আবিষ্কারের জন্য কেবল প্রচলিত পথে হাঁটলেই চলবে না, কখনো কখনো সাহস করে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেও প্রশ্ন করতে হয়। ব্যর্থতার ভয় কাটিয়ে নিরলস ধৈর্য, কৌতূহল এবং যুক্তিবাদী মনন নিয়ে লেগে থাকলে যেকোনো অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। নীনা গুপ্তার এই সাফল্য আগামী দিনে বাংলার তথা ভারতের অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে মৌলিক বিজ্ঞান ও গণিত গবেষণায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আইএসআই থেকে ২০০৮ সালে গণিতে স্নাতকোত্তর এবং ২০১১ সালে অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। উল্লেখ্য, স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ার সময় ক্লাসে তিনিই ছিলেন একমাত্র ছাত্রী। সেই প্রতিকূলতা বা একাকিত্ব তাঁকে দিয়ে রাখতে পারেনি, বরং নিজের লক্ষ্যপূরণে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল। পিএইচডি শেষ করার পর তিনি নিজের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আইএসআই কলকাতাতেই অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত হন।

জারিস্কি ক্যানসেলেশন সমস্যার সমাধানের পর থেকে দেশ ও বিদেশের অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক নীনা গুপ্তা।জারিস্কি সমস্যার সমাধানের বছরেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি ২০১৪ সালে তাঁকে ইনসা ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত করে। দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার’ পেয়েছিলেন ২০১৯ সালে। দেশের সর্বকনিষ্ঠ গণিতবিদদের একজন হিসেবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ২০২১ সালে উন্নয়নশীল দেশের তরুণ গণিতবিদদের জন্য প্রদত্ত আন্তর্জাতিক DST-ICTP-IM-Up রামানুজন পুরস্কার লাভ করেন নীনা। এই পুরস্কারটি নীনার জন্য ছিল এক অসাধারণ সম্মান, কারণ তিনি ছিলেন এই পুরস্কার বিজয়ী চতুর্থ ভারতীয় এবং তৃতীয় নারী।২০০৫ সাল থেকে রামানুজন পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন (আইএমইউ) ও ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেয় ইটালির আব্দুস সালাম আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্র (আইসিটিপি)। পুরস্কার পাওয়ার পরে ,তিনি বলেছিলেন, ‘এটি আমার প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার, এবং আমি আনন্দিত যে আমি আমার দেশকে গর্বিত করতে পেরেছি। আমি এই পুরস্কার প্রাপ্ত চতুর্থ ভারতীয়। মানুষ আমাদের ভারতীয় হিসেবে চেনে, আমরা রামানুজনের দেশ থেকে এসেছি এবং তার নামে একটি পুরস্কার জেতা খুবই বিশেষ একটি ব্যাপার।’

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক নারী সম্মান ‘নারী শক্তি পুরস্কার’ প্রদান করা হয়। একই বছরে তিনি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথমেটিশিয়ান্স (ICM)-এ বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পান।বীজগাণিতিক জ্যামিতি ও কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০২৪ সালে তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ ইনফোসিস প্রাইজ ইন ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস প্রদান করা হয়। ২০২৫ সালে আমেরিকান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন ইন ম্যাথমেটিক্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ৪৪তম মর্যাদাপূর্ণ ‘এমি নোথার লেকচার’ প্রদান করার বিরল সম্মান অর্জন করেন তিনি।

টাইম ১০০ নেক্সট ইন্ডিয়া ২০২৬’ তালিকায় তার অন্তর্ভুক্তি সেই দীর্ঘ সাফল্যের ধারাবাহিকতারই অংশ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত;অর্থাৎ ‘স্টেম’ (STEM) ক্ষেত্রগুলোতে বিশ্বজুড়েই নারীদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে বিশুদ্ধ গণিতের (Pure Mathematics) মতো বিমূর্ত ও জটিল গবেষণাক্ষেত্রে মহিলা গবেষকের সংখ্যা হাতেগোনা। এমন একটি প্রেক্ষাপটে কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে নীনা গুপ্তার এই বিশ্বজয় ভারতীয় নারী সমাজের কাছে এক বিশাল অনুপ্রেরণা।

আন্তর্জাতিক স্তরের এই স্বীকৃতি বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী ও তরুণ গবেষকদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তা হলো, বড় কোনো বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক আবিষ্কারের জন্য কেবল প্রচলিত পথে হাঁটলেই চলবে না, কখনো কখনো সাহস করে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত ধারণাকেও প্রশ্ন করতে হয়। ব্যর্থতার ভয় কাটিয়ে নিরলস ধৈর্য, কৌতূহল এবং যুক্তিবাদী মনন নিয়ে লেগে থাকলে যেকোনো অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। নীনা গুপ্তার এই সাফল্য আগামী দিনে বাংলার তথা ভারতের অসংখ্য তরুণ-তরুণীকে মৌলিক বিজ্ঞান ও গণিত গবেষণায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

নীনা আজও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতে ভালোবাসেন। তিনি বলেন , ‘ শেখা চালিয়ে যেতে হয়, কারণ এর কোনো শেষ নেই।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আপনি ছেলে না মেয়ে, তাতে কিছু যায় আসে না; ঈশ্বর উভয়কেই সমান ক্ষমতা দিয়েছেন, আমাদের নিজেদের ক্ষমতাকে চিনতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে এবং সাফল্যের স্বাদ নিতে হবে, তা গণিত, মহাকাশ বিজ্ঞান, রান্না বা নার্সিং যাই হোক না কেন। নির্বাচিত ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হলে অনুরাগ এবং অধ্যবসায় থাকা উচিত। নিনা তার মাস্টার্স এবং পিএইচডি করার সময় একমাত্র ছাত্রী ছিলেন, কিন্তু তার দৃঢ় সংকল্প, বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং অসীম ধৈর্যই ছিল সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি।

লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো পেশাকে গতানুগতিক ছাঁচে ফেলা যে ঠিক নয় সেটাই বারেবারে প্রমাণ করে চলেছেন এই বিদুষী নারী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৭৬৯ সালের ‘চুয়াড় বিদ্রোহ’ ও ‘কর্ণগড়’র রানি শিরোমণি

অরিন্দম ঘোষ

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অনন্য প্রতীক এবং ১৮৫৭ সালের ভারতের সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেত্রী। অদম্য সাহস ও বীরত্বের জন্য তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এক কিংবদন্তি বীরাঙ্গনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন যা ভারতের ইতিহাসে এক বিরল স্থান অধিকার করে রয়েছে।কিন্তু তার অনেক আগেই ১৭৬৯ এবং ১৮০৯ সালের মধ্যে বাংলার মাটিতে সংঘটিত ক্ষ্মচুয়াড় বিদ্রোহক্ষ্ম ও মেদিনীপুরের একক্ষ্মমহীয়সীক্ষ্ম নারীর বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান, দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন ও আত্মবলিদান বাংলার ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

আমাদের এবারের আলোচনার বিষয় এই বাংলার মাটিতে আর এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে যাওয়া বীরাঙ্গনা নারী রানি শিরোমণি যিনি এই বাংলার ক্ষ্মকর্ণগড়ক্ষ্ম রাজ্য (প্রাচীন তথ্যতে একে ক্ষ্মকর্ণনগরক্ষ্ম বলেও উল্লেখ করা আছে)ও রাজবংশের এক রানী ছিলেনএই মহামানবী ‘মহীয়সী’ নারী, যে নারী মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। বর্তমান এই ইতিহাসক্ষেত্রটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত শালবনি ব্লকের মধ্যে অবস্থিত। তিনি কৃষকদের একজন সাহসী নেত্রী ছিলেন যারা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। রানী মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে দাপটের সাথে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং কৃষিক্ষেত্র সহ আরও অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজদের তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

এই বীরাঙ্গনাকে ‘মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাই’ নামে অভিহিত করা হয়।

১৫৬৮ সালে কর্ণগড় রাজ্য স্থাপিত হয় এবং রাজা লক্ষ্মণ সিংহ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতকের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগবেষক বিনয় ঘোষের মতে, কর্ণগড়ের রাজারা মেদিনীপুর এবং আশেপাশের এলাকা শাসন করতেন। কর্ণগড় শাসন করা এই সদগোপ রাজবংশের শাসকরা যথাক্রমে লক্ষ্মণ সিং (১৫৬৮-১৫৮৯), রাজা শ্যাম সিং (১৫৮৯-১৬০৭), রাজা ছোটু রায় (১৬০৭-১৬৬৭), রাজা রঘুনাথ রায় (১৬৭১-১৬৯৩), রাজা রাম সিং (১৬৯৩- ১৭১১), রাজা যশবন্ত সিং (১৭১১-১৭৪৯), রাজা অজিত সিং (১৭৪৯) এবং রানি শিরোমণি (১৭৫৬-১৮১২)। কর্ণগড়ের শেষ রাজা, রাজা অজিত সিং-এর দুই রাণী ও তার মধ্যে রানি ভবানী সিং এবং রানি শিরোমণি সিং। রাজা অজিত সিং ১৭৬০ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় গত হওয়ার পরে এবং তার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর দুই রানীর হাতে চলে যায় দায়িত্বভার। তার মধ্যে রানি শিরোমণি তার স্বামীর মৃত্যুর পর দক্ষ হাতে রাজত্ব শাসন করেছিলেন এবং বাংলার ‘চুয়াড় বিদ্রোহ’ কৃতিত্ব-র সাথেনেতৃত্ব দেওয়া রানী তিনি নিজেই ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন।

১৭৬৯ এবং ১৮০৯ সালের মধ্যে ক্ষ্মচুয়াড় বিদ্রোহক্ষ্ম- তবে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ও কেন এই বিদ্রোহের সৃষ্টি, এই বিষয়ে একটু সাময়িক ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে জঙ্গলমহল অঞ্চলের আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের পরিচালিত একটি অন্যতম প্রধান গণআন্দোলন হলো চুয়াড় বিদ্রোহ। এই চুয়াড় বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কারণ অবশ্যই ছিল একই সাথে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মানভূম এবং সিংভূম অঞ্চলের জঙ্গলমহলে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল কারণ হিসেবে বলা যায় ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত ক্ষ্মচিরস্থায়ী বন্দোবস্তক্ষ্ম, ব্রিটিশদের অতিরিক্ত করের বোঝা এবং স্থানীয় পাইক ও বরকন্দাজদের নিষ্কর জমি কেড়ে নেওয়া এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল। ব্রিটিশদের শোষণ ও ১৭৬৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি এই আন্দোলনকে আরও বহুগুণ উসকে দেয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিং, রানি শিরোমণি, দুর্জন সিং, মাধব সিং দেও, এবং রঘুনাথ সিং-এর মতো স্থানীয় নেতারা।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ প্রমুখদের মতে, ইস্ট ইন্ডিয়া



কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মানভূমের মতো পশ্চিমাঞ্চল তথা বাঙালি অধ্যুষিত বসতিগুলির পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের দ্বারা এই সংঘটিত ‘কৃষক বিদ্রোহে’র এক শাখা বলা যেতে পারে। ১৭৬০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির মুঘল শাসকদের দ্বারা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার ভূমির দেওয়ানি বা অধিকার প্রদান করে। ফলস্বরূপ ভূমিকর বহুবার বাড়ানো হয়ে ছিল ও এই কারণে কিছু ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক সহ অনেকেই তাদের জমি ও সম্পত্তি কোম্পানির কাছে হারান। এইভাবে, বিদ্রোহীরা ইস্টইন্ডিয়াকোম্পানীর ক্ষ্মশোষণমূলক ভূমি রাজস্ব নীতিক্ষ্মর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করে, কারণ এই কোম্পানির তৎকালীন নব্য বিধিব্যবস্থা সমস্ত কিছুর সাথে অর্থনৈতিক জীবিকাকেও প্রচণ্ড হুমকির মুখে ফেলেছিল। ১৭৯৯ সাল নাগাদ রানি শিরোমণি মেদিনীপুরে ব্রিটিশ কোম্পানি ও তাদের অপশাসন এবং এই বেআইনি করআদায়কারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড এক বিদ্রোহ ও তার শৃঙ্খলাপূর্ন আর শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রদান করেন। রানি সমস্ত কৃষকদের একত্রিত করে তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অদম্য এক গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। ‘চুয়ার আন্দোলন’ ও এই সময় কর্ণগড়মন্দির অর্থাৎ কর্ণগড় দেবী মহামায়া মন্দির বা দণ্ডেশ্বরী মন্দির একদা এই চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। রানী এই স্থান থেকেই ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বাহিনী ব্যাপকহারে ও অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। ১৭৯৮-৯৯ সালের চূড়ান্ত পর্যায়ে দুর্জন সিংহ ও রানী শিরোমণির নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহকে চূর্ণ করতে কোম্পানি শত শত বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে হত্যা ও ফাঁসি দেয় এবং বহু গ্রাম অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। ‘চুয়ার আন্দোলন’ ও বিদ্রোহের তীব্রতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কূটনৈতিক ব্রিটিশ প্রশাসন এটাই বুঝতে পারে যে এই অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখতে প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই কারণে ১৮০৫ সালের রেগুলেশন আইন (Regulation X) III of 1805) মাধ্যমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বনাঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক প্রশাসনিক এলাকা বা ‘জঙ্গলমহল জেলা’ (Jungle Mahals) গঠন করা হয় এবং চুয়াড়দের স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।একই সাথে পাইকান ও ঘাটওয়ালি জমি ফেরত বা পুনর্বহাল করা হয়। স্থানীয় জমিদার ও পাইকদের অসন্তোষ দূর করার লক্ষ্যে কোম্পানি তাদের বাজেয়াপ্ত করা পাইকান ও ঘাটওয়ালি জমিগুলোর ওপর থেকে বর্ধিত কর হ্রাস করে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রথাগত অধিকার আংশিক ফিরিয়ে দেয়।

ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহের যাঁরা নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁদের ওপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চরম নির্মম ও অমানবিক শাস্তি আরোপ করেছিল। বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ব্রিটিশ বাহিনী মূলত ফাঁসি, জখম, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং কারাদণ্ডের মতো কঠোর আইনি ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রানি শিরোমণিকে বন্দি করে ১৮১২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (বাংলা, ২ আশ্বিন) আবাসগড় দুর্গে রাখা হয়েছিল আর তারপর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় আর তার আগে কিছুদিন তাঁকে হিজলি কারাগারে রাখা হয়েছিল, যা এখন শহীদ ভবন, আইআইটি খড়গপুর নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ১৭৯০-এর দশকের প্রথম দিকে চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা বন্দী।

এছাড়াওঅনেকক্ষমতাচ্যুত ভূমিজ জমিদারদের মধ্যে যারা বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে ধলভূমের জগন্নাথ সিং, কুইলাপালের সুবল সিং, ধড়কার শ্যাম গঞ্জাম সিং, রায়পুরের দুর্জন সিং, ধলভূমের বৈদ্যনাথ সিং, মঙ্গল সিং, পাঁচে প্রমুখ। বীরভূমের গঙ্গা নারায়ণ সিং, বীরভূমের লক্ষ্মণ সিং, ধলভূমের রঘুনাথ সিং, মানভূমের রাজা মধু সিং, জুরিয়ার রাজা মোহন সিং, দুলমার লক্ষ্মণ সিং, সুন্দর নারায়ণ সিং এবং ফতেহ সিং তাঁদের অনেককেই নির্মম অত্যাচারের শিকার হতে হয়ে ছিল এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে ভূমিহীন দেউলিয়াতে পরিণত হতে হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের অনেকের মতেই, রাণী শিরোমণি শুধু চুয়াড় বিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেননি, তিনিই প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ‘বন্দিনী’ হয়েছিলেন। শিরোমণি-কে তাই অনেকেই পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী বলে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর (১৮২৮) ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্ম হয়েছিল আর যদিও এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সফল হয়নি, তবুও এই বিদ্রোহ প্রথম আর এটি ছিল ব্রিটিশদের শোষণমূলক অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী আদিবাসী ও কৃষক আন্দোলন। এই বিদ্রোহের প্রতিরোধ চেতনা পরবর্তীতে কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ভূমিজ বিদ্রোহের মতো বৃহত্তর গণআন্দোলনগুলোর মূল ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল আর রানীমা ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের এই ইংরেজবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমশালীনি প্রথম রাজনৈতিক এক মহিলা বন্দি। তাঁর স্মরণে প্রথম সম্মান জ্ঞাপন করে ভারতীয় রেল দপ্তর। ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে ২০০০ সালের ১ জুলাই প্রথম চালু হয় এবং মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি শিরোমণির নামানুসারে ট্রেনটির নামকরণ করা হয় রানি শিরোমণি এক্সপ্রেস যা দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে (SER) দ্বারা পরিচালিত এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি (আপ ১৮০০৩ / ডাউন ১৮০০৪) পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া এবং আদ্রা স্টেশনের মধ্যে প্রতিদিন যাতায়াত করে। এছাড়াও তার পরলোক প্রাপ্তির প্রায় দুই শতাব্দী পর আর এক অনন্য সম্মান মেদিনীপুরে উন্মোচিত হতে চলেছে রানীমার পূর্ণাবয়ব মূর্তি, তাঁর নামে একটি স্কুলের প্রস্তাব শালবনীতে হয়েছে যার সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগকে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও ঋণ স্বীকার —

১. সীমান্ত বাংলার পরিবর্তনশীল রূপরেখা, (১৭৫১-১৮৩৩) ইতিহাসবিদ ড. বিনোদ শঙ্কর দাস, মিত্তাল পাবলিকেশন্স

২. ‘জঙ্গল মহলের চুয়ার বিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক অধ্যয়ন’ গবেষক ও ইতিহাসবিদ নরোত্তম সিনহা মহাপাত্র কর্তৃক রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা নিবন্ধ, প্রকাশ সাল ২০২২। গবেষণাপত্রটি ‘পিয়ার-রিভিউড একাডেমিক জার্নাল ‘প্রতিধ্বনি’-তে (ISSN 2278-5264) স্থান পায়।